CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 March, 2024 ■ আগরতলা ১৯ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ৫ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

গভীর রাতে চুড়াইবাড়ি থানায়

সন্দেহভাজন ডাকাত ধরায় পুলিশের উপর জনতার হামলা, গাড়ি ভাঙচুর, জখম, আটক ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৮ মার্চ ।। পুলিশ সাধারণ মানুষের মধ্যে খন্ড যুদ্ধ ,লাঠিচার্জ। ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। দিন কয়েক আগে লক্ষ্মীনগর গ্রামে একটি ডাকাতির ঘটনায় এক যুবককে চিহ্নিত করা হয়।

রবিবার রাত অনুমানিক ১টা নাগাদ সেই সন্দেহভাজন যুবককে চিহ্নিত করার পর চুরাইবাড়ি থানার পুলিশকে এই খবর জানানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে যায় পুলিশ। অভিযোগ সেখান থেকে ওই অভিযুক্ত ডাকাতকে পুলিশ থানায় নিয়ে আসতে চাইলে তাদের বাঁধা দেয় ওই গ্রামের কিছু উশৃংখল যুবক।

তাদের দাবি ওই অভিযুক্ত যুবককে তাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এরপরই পুলিশ কোন মতে অভিযুক্তকে নিয়ে থানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। অভিযোগ এরপর গ্রামের কিছু যুবক দা,লাঠি, রড নিয়ে প্রথমে পুলিশের গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করো পরবর্তীতে পুলিশের গাড়ির পেছন পেছন দাওয়া করে থানার সামনে পর্যন্ত আসে অভিযুক্তকে পুলিশের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে।

তাদের দাবি কিছু সময়ের জন্য পুলিশের হাতে আটক হওয়া ওই যুবককে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। আর এই ডাকাতকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পুলিশের গাড়ি সহ পুলিশের উপর দা লাটি লোহার রড ইত্যাদি নিয়ে হামলা চালায় একদল যুবক বলে জানা চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

এই আক্রমণে থানার ওসি সহ পুলিশ অফিসার ও বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হয় এবং টি আর ০১- বিএইচ-০৬৪৯ নম্বরের বলেরো একটি গাড়ির পিছনের আয়না ভাংচুর করা হয়।

এই ঘটনার খবর জানতে পেরে থানা সহ সামনে ডিউটিরত নাকাপয়েন্টে থাকা পুলিশ ও টিএসআর নিয়ে মাঠে নামালে ওসি সমরেশ দাস গ্রামের যুবকদের থেকে পুলিশ ও অভিযুক্তকে বাঁচাতে তিনি দলবল নিয়ে মাঠে নামেন।

আর তখনই পুলিশের উপর আক্রমণ সংঘটিত করে গ্রামের ওই উশৃংখল যুবক দল। থানার ভেতরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করে। এরপরই তাদের মধ্যে থেকে বেশ কয়েকজন বাইক নিয়ে পালিয়ে গেলেও ছয়জনকে আটক করে পুলিশ।

ইতিমধ্যে গতকাল রাত ৬ জনকে আটক করতে সক্ষম হয়, যারা পুলিশের পিছু দাওয়া করে থানায় এসেছিল। তারা হলো যথাক্রমে অনুপ নাথ (৩০) পিতা উপেন্দ্র নাথ বাড়ি লক্ষীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ড এলাকার, অপরজন অজয় দেবনাথ(২৭) পিতা রসময় দেবনাথ বাড়ি লক্ষীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩নং ওয়ার্ড এলাকায়, ওপর চারজন পবিত্র নাথ (৩৫) পিতা সুবোধ নাথ, দীপক গোস্বামী (২৯) পিতা কানাইলাল গোস্বামী, অনিমেষ নাথ (৩৭) পিতা অরুণ চন্দ্রনাথ, বিজিত নাথ (৩৪)পিতা বিজয় কুমার নাথ বাড়ি তাদের বাড়ি বাড়ি লক্ষীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ড এলাকায়।

তাদের কাছ থেকে দা,লাঠি,রড, ছুরি উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়ে চুরাইবাড়ি থানায় ছুটে আসেন ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাশীষ সাহা। আনা হয় ধর্মনগর, কদমতলা,বাগবাসা থানার পুলিশ। সন্দেহভাজন যে যুবককে আটক করা হয়েছে তার নাম জসীম উদ্দিন

পশ্চিম আসনে ঝড়ো প্রচারে বিজেপি

বিলোনীয়ায় একাধিক সভায় বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৮ ই মার্চ ।। আজ বিজেপি ৩৫ বিলোনিয়া মণ্ডলের পক্ষ থেকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব দেবের সমর্থনে এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এদিনের বৈঠকে দলীয় কর্মীদের বিপ্লব দেব বলেন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় নিশ্চিত। তাই এলাকায় কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়িয়ে শান্তিপূর্ন ভাবে যেন ভোট সম্পন্ন হয় তার লক্ষ্য রাখতে হবে। বৈঠক শেষে হুডখোলা গাড়ি করে বিলোনিয়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব। একই ভাবে রাজনগরেও সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ১২২ পরিবারের ৫২৪ জন বিরোধী বিজেপি পতাকা তলে সামিল হয়। সাংগঠনিক সভায় প্রার্থীর সাথে ছিলেন বিজেপি দক্ষিণ জেলার সভাপতি শঙ্কর রায়, মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার, জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি বিভীষণ দাশ, পুর পিতা নিখিল চন্দ্র গোপ সহ অন্যান্য দলীয় পদাধিকারিগন।

ভোটে যৌথ প্রচারের রণকৌশল নির্ধারনে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক বুধবার

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ১৮ মার্চ ।। ত্রিপুরায় লোকসভা ভোটের লক্ষ্যে যৌথ প্রচারের রণকৌশল নির্ধারণে ইন্ডি জোটের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে আগামী বুধবার। ওই বৈঠকে সমমনোভাবাপন্ন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলিও অংশ নেবে। মূলত, লোকসভা ভোটে অন্তত প্রচারে এগিয়ে থাকতে চাইছে ইন্ডি জোট। সেই লক্ষ্যেই ওই বৈঠকের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

ত্রিপুরায় লোকসভা ভোটে শাসক দল বিজেপি ও বিরোধী ইন্ডি জোট প্রার্থী ঘোষণা করেছে। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব ইতিমধ্যে সারা রাজ্যে প্রচারে ঝড় তুলেছেন। সেই তুলনায় ইন্ডি জোট এখনও প্রচারের রণকৌশলই চূড়ান্ত করে উঠতে পারে নি। ত্রিপুরায় ১৯ এপ্রিল পশ্চিম আসনে ভোট গ্রহণ হবে। পূর্ব আসনে ২৬ এপ্রিল গণদেবতারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের মতে, রাজ্যের মানুষের ভাবাবেগ নিয়ে প্রচারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে বিজেপি। কারণ, ২৫ বছরের বাম অপশাসনই লোকসভা ভোটের প্রচারে শাসক দল বিজেপির জন্য তুরুপের তাস। সে মোতাবেক পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব প্রচারে বাম অপশাসন নিয়ে বিরোধীদের তুলোধুনা করছেন। স্বাভাবিকভাবে তার ছিটেফোটা প্রভাব কংগ্রেসের গায়েও লাগছে। শাসক দল বিজেপি সাফ জানিয়েছে, বিরোধীরা লোকসভা নির্বাচনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেসের কোন উন্নয়নের এজেন্ডা নেই ঃ মোদী

শিবমোগা, ১৮ মার্চ (হি.স.)।। লোকসভা নির্বাচনের ভোটপ্রচারে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণের তেজ ক্রমেই বাড়াচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার কর্ণাটকের শিবমোগাতে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'কংগ্রেসের কোনও উন্নয়নের এজেন্ডা নেই, শুধু মিথ্যা আর মিথ্যাচার। কংগ্রেস মিথ্যা বলতে থাকে এবং সেই মিথ্যাকে ঢাকতে নতুন বড় মিথ্যা কথা বলে। ধরা পড়লে, কংগ্রেস নিজস্ব কুকর্মের জন্য অন্যদের দোষারোপ করতে শুরু করে। কংগ্রেসের চরিত্র এমনই !'এবার ৪০০ পার এই স্লোগান দিয়ে শিবমোগার জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'বিকশিত ভারতের জন্য ৪০০ পার, বিকশিত কর্ণাটকের জন্য ৪০০ পার, দারিদ্র্য কমাতে ৪০০, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ৪০০ পার, কৃষকদের সমৃদ্ধির জন্য ৪০০ পার, তরুণদের জন্য নতুন সুযোগের জন্য ৪০০ পার।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কখনই কাজ করার নয়। কংগ্রেসের একটাই উদ্দেশ্য- জনগণকে লুট করে পকেট ভর্তি করা।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞই বলছেন, নারী শক্তিই মোদীর নীরব ভোটার। কিন্তু আমার দেশের নারী শক্তি ভোটার নয়, মাতৃশক্তির রূপে আছে।

রেলের ধাক্কায় প্রাণ গেল তরুণ শিল্পীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ মার্চ।। রাতের অন্ধকারে রেল স্টেশনে রেলের আঘাতে প্রাণ হারিয়ে চিরতরে বিদায় নিল এক তরুণ শিল্পী। মৃত যুবকের নাম বিশাল শর্মা(২২)।

জানাগেছে ছোটবেলা থেকেই বিশাল তার মা মারা যাওয়ায় সরলা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ধর্মনগরের প্রগতি রোডে এসে তার জ্যাঠার বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে বড় হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই মা-বাবার প্রকৃত স্নেহ বা আদর থেকে সে বঞ্চিত। তাই ছোটবেলা থেকেই আটকে ধরেছিল শিল্প-সংস্কৃতিকে, বিশেষ করে নাটকের সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিল বিশাল।

জানা গেছে ১২ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকারের একাউন্টেন্ট পদে যে নিয়োগের অফার পায়। কিন্তু অফার ভেরিফিকেশনে গেলে তার কাগজপত্র নিয়ে কিছুটা অসামঞ্জস্যতা ধরা পড়ায় সে মনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছিল।

গতকাল অর্থাৎ রবিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বের হয়ে সে আর বাড়ি ফেরেনি। বহু খোঁজাখুঁজির পর তাকে না পেয়ে থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়।

আজ ধর্মনগর রেল স্টেশনে রেল লাইনের অনতিদূরত্বে তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। বিশালের নিথর মৃতদেহ সনাক্ত করে ধর্মনগর থানায় এনে ময়নাতদন্তের জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিপারের ধাক্কায় গুরুতর আহত বাইক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ ।। ট্রিপার গাড়ির ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হল এক বাইক চালক। ঘটনাটি ঘটেছে আজ জিরানিয়া এলাকায়। আহত বাইক চালকের নাম জেমস কলই (২৩)। তার বাড়ি টাকারজলা থানার অন্তর্গত বৈরাগী পাড়া দেবছড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, জেমস কলই সকাল ১১ টা নাগাদ নিজের বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে জিরানিয়া এলাকায় যায়।

জিরানিয়া যাওয়ার পর একটি টিপার গাড়ি জেমস কলই-এর বাইকে ধাক্কা দেয়। এতে রাস্তায় ছিটকে পরে আহত হয় জেমস কলই। দমকল বাহিনীর কর্মীরা তাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে জিরানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এইদিকে জেমস কলই-র স্ত্রী স্বামীর মোবাইলে কল করার পর জিরানিয়া হাসপাতালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ট্রং রুম ও গননা কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন জেলা শাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ ।। আগামী ১৯ এপ্রিল ও ২৬ এপ্রিল ত্রিপুরার দুটি আসনে অনুষ্ঠিত হবে লোকসভা নির্বাচন। এছাড়াও রয়েছে ১৯ এপ্রিল ৭ রামনগর এলাকায় উপ নির্বাচন। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে উমাকান্ত একাডেমীতে গঠন করা হয়েছে স্ট্রং রুম ও গননা কেন্দ্র। ইতিমধ্যেই যাবতীয় কাজ শুরু হয়ে গেছে।

আজ স্ট্রং রুম ও কাউন্টিং হল ঘুরে দেখলেন পশ্চিম জেলার জেলা শাসক তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ডঃ বিশাল কুমার। এদিন যাবতীয় প্রস্তুতি তিনি সরজমিনে প্রত্যক্ষ করে জানিয়েছেন ইতিমধ্যেই স্বাভাবিকভাবেই চলছে প্রস্তুতি। রাজ্য পুলিশ উমাকান্ত একাডেমীতে বর্তমানে ডিউটিতে রয়েছেন। তবে ইভিএম স্থানান্তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে।

পাশাপাশি তিনি আরও জানিয়েছেন, উমাকান্ত একাডেমীর পুরাতন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রশাসনের সর্বত্র সতর্কবার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, কল্যাণপুর, কুমারঘাট, ১৮ মার্চ ।। ইতিমধ্যেই লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষন ঘোষণা করেছেন নির্বাচন কমিশন। গোটা দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও দু দফায় লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যেই নির্বাচন আচরণ বিধি লাগু করা হয়েছে রাজ্যে। তারপর থেকেই সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফে মাইকিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী আচরণ বিধি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে ওয়াকিবহাল করা হচ্ছে। সোমবারও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এদিনও শহরের বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় মাইকিংয়ের মাধ্যমে এই নির্বাচনী সতর্কবার্তা সাধারন জনগণের জন্য প্রচার করা হয়েছে। সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে যে ইতিমধ্যেই রাজ্যে নির্বাচনী আচরণ বিধি লাগু করা হয়েছে। এর মধ্যে কোনো ব্যক্তির নির্বাচনী আচরণ বিধিকে প্রভাবিত করা দণ্ডনীয়। এর জন্য জেল ও জরিমানা হতে পারে। তাছাড়া কোনো প্রার্থীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং আক্রমন করলেও জেল ও জরিমানা হতে পারে। এই ধরণের কোনো ঘটনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের হেরোইন সহ আটক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ ।। নির্বাচনকে সামনে রেখে পুলিশ প্রশাসন প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় টহলদারি অব্যাহত রেখেছে। আর তখনই হেরোইন সহ আটক করা হয়েছে ২ জনকে। সোমবার তাদের আদালতে প্রেরন করেছে পুলিশ।

এদিন এয়ারপোর্ট থানা এলাকায় সন্দেহভাজন স্কুটিতে তল্লাশি চালিয়ে ৬.৫ গ্রাম হেরোইন সহ তাদের আটক করা হয়েছে উষা বাজার এলাকা থেকে। টিআর০১-এ-জে-৭৭১০ নম্বরের সন্দেহভাজন স্কুটিতে তল্লাশি চালিয়ে এই হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তাদের নিয়ে আসা হয় এয়ারপোর্ট থানায়। সোমবার তাদের বিরুদ্ধে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর জেলায় চুরির ঘটনায় দিশেহারা জনতা, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ মার্চ।। চোরের দৌরাত্ম প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। চোরের থাবায় জর্জরিত ধর্মনগরবাসী। অসহায় ধর্মনগর থানার পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ আধুনিকতার আশ্রয় যতটুকু নিয়েছে তার থেকে আরও বেশি অত্যাধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করছে চোরের দল। চোরের দলের কারণে ধর্মনগরবাসীদের উষ্ঠাগত প্রাণ। এবার চুরির ঘটনা ঘটল ধর্মনগরের রাজবাড়ী এলাকার এম বি ইউনিট রোডে।

জানা গেছে বাড়ির মালিক সঞ্জয় কুমার দে শনিবার দুপুর দুইটায় চিকিৎসার কারণে শিলচর যান। সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় সঞ্জয় কুমার দে বাড়িতে ঘুরে এসে দেখেন বাড়ির মূল ফটকটি বন্ধ থাকলেও পাশের ছোট গ্রিলের দরজাটি ভাঙ্গা। ভাঙ্গা দরজা দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখতে পান এই দরজা দিয়ে কেউ প্রবেশ করে ভেন্টিলেটর খুলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে সঞ্জয় কুমার দে এবং তার স্ত্রীর লকার দুটোই লুটে নিয়ে গেছে।

বাড়ির মালিক জানান তাদের কাছে নগদ ঘরে ২০ থেকে ২২ হাজার টাকা এবং লকারে থাকা সোনা দানা কিছুই নেই।ঘরে সিসিটিভি ক্যামেরা পর্যবেক্ষণ করায় দেখা যায় যে ভোর ৪টা ১১মিনিট থেকে ৪টা ২৩ মিনিট পর্যন্ত সিসিটিভি ক্যামেরার ছবিগুলো সব ডিলিট করা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেল থেকে উদ্ধার কোটি টাকার গাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১৮ মার্চ ।। কোটি টাকারও বেশি অর্থমূল্যের বিপুল পরিমান ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হল কুমারঘাট রেল স্টেশন থেকে। আরপিএফ-এর সঙ্গে বিএসএফ যৌথ অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে রবিবার কুমারঘাট স্টেশনে শিলচর-আগরতলা এক্সপ্রেসের জেনারেল কোচ থেকে ২৯০.৫০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

উদ্ধারকৃত ব্রাউন সুগারের অর্থমূল্য ১,৪৫,২৫,০০০ টাকা। এদিকে প্যাকেটগুলি যেহেতু পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল তাই এই সূত্রে এখনও কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।তবে পরবর্তী তদন্তের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

দু'দেশের সীমান্তরক্ষীর যৌথ বৈঠক

নিহত যুবকের দেহ পাঠানো হল বাংলাদেশে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ মার্চ ।। বি এস এফ - এর গুলিতে নিহত বাংলাদেশী যুবকের মৃতদেহ পাঠানো হল বাংলাদেশে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষীবাহিনী এবং দুই দেশের পুলিশ আধিকারীকদের যৌথ বৈঠকের মাধ্যমে বাংলাদেশী পাচারকারীর মৃতদেহ বাংলাদেশ পুলিশ এবং পরিবারের হাতে তোলে দেওয়া হল।

মাগুরুলী ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা দিয়ে পাচারকান্ড সংঘটিত করতে গিয়ে ১৯৯ নং বিএসএফ ব্যাটালিয়ানের গুলিতে নিহত হয় বাংলাদেশি এক পাচারকারী।

বাংলাদেশী পাচারকারীরা এক বিএসএফ জোয়ানকে লক্ষ্য করে প্রথমে আক্রমন শুরু করে। দা দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। যার ফলে গুরুতরভাবে আহত হয় ওই বিএসএফ জোয়ান।

সেই সময়ে বেশকিছু বাংলাদেশি দুর্বৃত্ত কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ভারত অংশে প্রবেশ করে ওই বিএসএফ জোয়ানকে টেনে হিঁচড়ে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরবর্তী সময় অন্যান্য বিএসএফ জোয়ানরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং ওই বিএসএফ জোয়ানকে বাংলাদেশীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বন্দুক থেকে গুলি ছুড়তে থাকে।

একটি গুলি বাংলাদেশী সীমান্ত পাচারকারীর পায়ে লাগে। তার নাম পারভেজ মিয়া ওরফে সাদ্দাম হোসেন বলে শনাক্ত করা হয়। তার বাড়ি বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত কুলাউড়া থানার অধীনে দশটেকি গ্রামে, তার পিতার নাম আছকির আলী। গুলিবিদ্ধ পাচারকারীর শরীর থেকে প্রচন্ড রক্তক্ষরণ হতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ১৬০ ◘ ১৯ মার্চ ২০২৪ ইং◘ ৫ চৈত্র ◘ মঙ্গলবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

কড়া পদক্ষেপ কমিশনের

লোকসভা নির্বাচন এবং কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভার উপনির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সংগঠিত করিবার জন্য দেশের নির্বাচন কমিশন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। কমিশনের এই ধরনের পদক্ষেপের ফলে বিভিন্ন মহল থেকে সন্তোষ ব্যক্ত করা হইয়াছে । নির্বাচন কমিশনের এই ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে একদিকে যেমন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন অনেকটাই সম্ভব হয়েছে ঠিক তেমনি আদর্শ হতো দিক দিয়া খোদ নির্বাচন কমিশন কেউ নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।নির্বাচন ঘোষণা হইতেই বড় সিদ্ধান্ত জাতীয় নির্বাচন কমিশনের।ছয় রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবকে সরানোর নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন।গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের স্বরাষ্ট্র সচিবকে অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হইল । পাশাপাশি সরানোর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে হিমাচলপ্রদেশ, মিজোরামের জেনারেল অ্যাডমিনি স্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্টের সচিবকেও। যে ছয়টি রাজ্যে স্বরাষ্ট্র সচিবকে সরানো হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিজেপি ক্ষমতায় রহিয়াছে চারটিতে।পাশাপাশি বিহারে রহিয়াছে জেডিইউ-বিজেপি জোট। হিমাচলে কংগ্রেস এবং ঝাড়খণ্ডে ক্ষমতায় রহিয়াছে জেএমএম-কংগ্রেস জোট।অন্যদিকে, উত্তরপূর্বের মিজোরামে ক্ষমতায় রহিয়াছে একদা বিজেপির সহযোগী জেডপিএম।রাজ্য পুলিশের ডিজির পদ থেকে অবিলম্বে রাজীব কুমারকে সরানোর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।নতুন ডিজি নিয়োগের আগে পর্যন্ত এই দায়িত্ব সামলাইবেন রাজীবের ঠিক নিচের পদে যে অফিসার রহিয়াছেন তিনিই।তবে নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারকে পাঠাইতে বলিয়াছে তিনটি নাম।তাহাদের মধ্যে থেকে চূড়ান্ত করা হইবে বাংলার পরবর্তী ডিজিকে। ভারতের নির্বাচন কমিশনের এই ধরনের কড়া মনোভাবের ফলে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রীতিমতো ঝড় উঠিয়াছে। প্রশ্ন উঠেছে নির্বাচন কমিশন যে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছে তাহা বাস্তবায়িত হইবে তো? নাকি করা মনোভাবের অন্তরালে অন্য কোন রোগ পরিলক্ষিত হইবে?

পদত্যাগ তেলেঙ্গানার রাজ্যপালের, প্রার্থী হতে পারেন বিজেপির

মুম্বই, ১৮ মার্চ (হি. স.): পদত্যাগ করলেন তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল সুন্দররাজন। তিনি পুদুচেরির লেফটেন্যান্ট গভর্নরও ছিলেন। রবিবার সেই পদ থেকেও পদত্যাগ করেছেন তিনি। তিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী করা হবে তাঁকে। পেশায় চিকিৎসক তামিলিসাই একটা সময় তামিলনাড়ু বিজেপির সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন।

গত মাসে তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল হিসাবে তিন বছর পূর্ণ করার পর তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন বিজেপি টিকিট দিলে তিনি পুদুচেরি আসন থেকে লড়াই করতে চান। তবে পুদুচেরি থেকে তামিলিসাইকে প্রার্থী করা নিয়ে বিজেপিতে আপত্তি আছে। স্থানীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, উনি বহিরাগত। ভোটে এই ইস্যুতে দল বিপাকে পড়তে পারে। অন্যদিকে, তামিলিসাইয়ের বক্তব্য, 'আমি নিজেকে পুদুচেরির মানুষ মনে করি। আবার এও শোনা যাচ্ছে, তাঁকে দক্ষিণ চেন্নাই লোকসভা আসন থেকেও প্রার্থী করা হতে পারে।

ইভিএমেই লুকিয়ে আছে রাজার আত্মা, শিবাজী পার্ক থেকে মোদীকে কটাক্ষ রাহুলের

মুম্বই, ১৮ মার্চ (হি. স.): রবিবার শিবাজী পার্কের সমাবেশ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র আক্রমণ শানালেন রাহুল গান্ধী। প্রধানমন্ত্রীকে তিনি "রাজা" বলে সম্বোধন করে কটাক্ষ করেন যে, "ইভিএমেই লুকিয়ে আছে রাজার আত্মা।" রাহুল এও অভিযোগ করেন, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন তো বটেই, তাছাড়াও ইডি, সিবিআই সহ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিতেও লুকিয়ে আছে রাজার আত্মা।" পাশাপাশি ইলেক্টোরাল বন্ড প্রসঙ্গেও এদিন মোদীকে আক্রমণ করেন রাহুল।

উল্লেখ্য, রবিবার ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল মুম্বইয়ের শিবাজী পার্কে। সেখানে আইএনডিআই জোটের শরিক দলের অনেক নেতানেত্রীরাই উপস্থিত ছিলেন। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিন, আরজেডি নেতা তথা বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব, শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে-সহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন শিবাজী পার্কের মঞ্চে।

সত্যেন্দ্র জৈনের জামিনের আর্জি খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট, এএপি নেতাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.): দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা সত্যেন্দ্র জৈনের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। অর্থ তছরূপ মামলায় সোমবার সত্যেন্দ্র জৈনের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি সত্যেন্দ্র জৈনকে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করতেও বলেছে সর্বোচ্চ আদালত। এদিন বিচারপতি বেলা এস ত্রিবেদী এবং বিচারপতি পঙ্কজ মিথলের বেঞ্চ সত্যেন্দ্র জৈনের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

সত্যেন্দ্র জৈন ছাড়াও অঙ্কুশ ও বৈভব জৈনের জামিনের আবেদনও খারিজ করে দিয়েছে আদালত। উল্লেখ্য, গত ২৬ মে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারণে ৬ সপ্তাহের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছিলেন সত্যেন্দ্র জৈন। পরবর্তী সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের মেয়াদও বেড়েছে। কিন্তু, অর্থ তছরূপ মামলায় সোমবার সত্যেন্দ্র জৈনের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি সত্যেন্দ্র জৈনকে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করতেও বলেছে শীর্ষ আদালত।

আইপিএলের টিকিটের মূল্য কত, বিক্রি শুরু কবে থেকে, পাবেন কীভাবে

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.) : শুক্রবার শুরু হচ্ছে আইপিএল। আসরের উদ্বোধনী ম্যাচ হবে রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু বনাম চেন্নাই সুপার কিংসের মধ্যে। সোমবার থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হচ্ছে। উদ্বোধনী ম্যাচের টিকিট বিক্রি পেটিএম ইনসাইডারে সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে শুরু হবে। সমর্থকরা ই-টিকিট নিয়েই এবার মাঠে প্রবেশ করতে পারবেন। ফিজিক্যাল টিকিটের দরকার নেই। উদ্বোধনী ম্যাচের টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য ১৭ টাকা। আর সর্বোচ্চ মূল্য সাড়ে ৭ হাজার টাকা।

রাজীব সরকারের রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ ও অন্যান্য

হুমায়ূন মালিক

গবেষক, রম্য লেখক রাজীব সরকারের সম্প্রতি প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ ও বিবিধ প্রসঙ্গ। গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রবন্ধ রয়েছে চারটি। এসব প্রবন্ধে বহুল চর্চিত রবীন্দ্রনাথকে তিনি নতুনভাবে উন্মোচনের সফল প্রয়াস রেখেছেন। প্রসঙ্গত 'গোরা: চিরায়ত মহাকাব্যিক উপন্যাস' এর বিষয়ে বলা যাক। গোরা যে এখনো সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষিত বিচারে প্রাসঙ্গিক এবং তা যে কেবল ভারতীয় সমাজকে তুলে ধরে বাংলা সাহিত্যেরই এক সেরা উপন্যাস নয়, বিশ্বসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ এক আসন পেতে পারে তা তিনি তথ্য-উপাত্তের আলোকে প্রমাণ করতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথ কতটা গভীরভাবে, সূক্ষ্মভাবে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি পর্যবেক্ষণ করেছেন, তার প্রেক্ষিতে জনস্বাস্থ্যকে বিবেচনা করেছেন এবং তা আজও কতটা প্রাসঙ্গিক, তার গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন 'মহামারি, জনস্বাস্থ্য, রবীন্দ্রনাথ'।

রাজীব সরকার নিজে একজন তার্কিক এবং সাংগঠনিকভাবেও তিনি এর সঙ্গে জড়িত। তার এ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তার চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ এক ভূমিকা রাখে বলে মনে হয়-তিনি তার গবেষণার বিষয়কে তার্কিকের দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন এবং সত্য আবিষ্কারে প্রয়াসী হন। 'ধর্মীয় সহিষ্ণুতাই সভ্যতার রক্ষাকবচ', অনুপঞ্চ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন এবং যে সিদ্ধান্ত তার নিজস্ব। অনন্য আহমদ শরীফকে নিয়ে প্রবন্ধ 'আহমদ শরীফের ইহজাগতিকতা'। ইহজাগতিকতার একটি আভিধানিক তথা টার্মিনলজিক্যাল মিনিং আছে। রাজীব সরকার তা বিবেচনায় রেখেই আহমদ শরীফের মূল্যায়ন করেছেন এবং তার ইহজাগতিকতার এক তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন।

> একইভাবে রাজীব সরকার রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ ও বিবিধ প্রসঙ্গ গ্রন্থে সত্যজিৎ, যতীন সরকার, শিবনারায়ণ রায়, এন্ডু কিশোরের মতো ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্মের তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলো আপন উদ্ভাবনী ক্ষমতায় উন্মোচিত করেছেন, সরকার এবং দাবি করা যায়, তাদের নতুনভাবে বোঝার জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছেন।

একইভাবে রাজীব সরকার রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ ও বিবিধ প্রসঙ্গ গ্রন্থে সত্যজিৎ, যতীন সরকার, শিবনারায়ণ রায়, এন্ডু কিশোরের মতো ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্মের তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলো আপন উদ্ভাবনী ক্ষমতায় উন্মোচিত করেছেন, সরকার এবং দাবি করা যায়, তাদের নতুনভাবে বোঝার জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। রাজীব সরকার তাদের রচনা, আন্দোলন, প্রাতিষ্ঠানিক কর্মযজ্ঞকেই কেবল তার এসব প্রবন্ধে বিশেষ গুরুত্ব দেননি, গুরুত্ব দিয়েছেন তাদের জীবনাচরণকেও এবং তা তাদের প্রাপ্যতার বিবেচনায়ই। যাদের বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা বা গবেষণাগ্রন্থ রচিত হয়েছে বা হতে পারে, তাদের অনেকের বিষয়ে তিনি এ গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা করেছেন বা কোনো প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনায় এনেছেন বা তার কোনো বিশেষ দিক নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। তবে এসব প্রবন্ধ গবেষকের গভীর চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রজ্ঞার ফসল বলে বিবেচনা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে তিনি তার ইনটুইশানকে প্রয়োগ করেছেন লেখক-চিন্তাবিদ-সমাজ সংস্কারক, চলচ্চিত্রকার, গায়ক, সম্পাদকদের প্রতিভা ও কর্মের মূল্যায়নে, যাদের মূল্যায়নে তার দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ সহায়ক হয়েছে এবং তা দিয়ে তিনি তাদের নতুনভাবে উন্মোচিত করতে পেরেছেন। সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে, যেমন কবিতা, গল্প-উপন্যাস, আমাদের সাহিত্য যতটা সমৃদ্ধ, এমনকি বিশ্ব মানদণ্ডে, চিন্তা বা মননশীলতার ক্ষেত্রে ততটা নয়। এ ক্ষেত্রে নিবেদিত মানুষ বিরল। রাজীব সরকার তার পঠন-পাঠন, চিন্তা, প্রজ্ঞা, সাধনায় আমাদের সমকালীন গবেষণার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখছেন, তার এ যাত্রা, তার সামর্থ্য তাকে এক অনন্য গন্তব্যে পৌঁছে দেবে সে আস্থা তার ওপর রাখা যায়, উক্ত আস্থারই এক উজ্জ্বল দলিল রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ ও বিবিধ প্রসঙ্গ।

নারী নেতৃত্বে বিশ্বে আস্থা কমছে

বিশেষ প্রতিবেদন।। সারা বিশ্বে বড় বড় কোম্পানির নেতৃত্ব পর্যায়ে নারীদের সংখ্যা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেড়েছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এ সংখ্যা বাড়লেও গবেষণায় যে চিত্র উঠে এসেছে, তা মোটেই সুখকর নয়। গবেষণা বলছে, কর্মক্ষেত্রে নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যাচ্ছে। গত নভেম্বরে প্রকাশিত 'দ্য রিকজাভিক ইনডেক্স ফর লিডারশিপ' শীর্ষক গবেষণা জরিপে নারী-পুরুষ নেতৃত্বকে কীভাবে দেখা হয়, তার তুলনামূলক একটি চিত্র পাওয়া গেছে। জরিপে বলা হয়েছে, গত বছরের তুলনায় নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে পাবলিক পলিসি বিজনেস-বিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কান্টার পাবলিক ২০১৮ সাল থেকে এ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ শুরু করে। তখন থেকেই দেখা যায়, নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমতে শুরু করছে। জি-৭-ভুক্ত কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে জরিপে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অর্ধেকেরও কম (৪৭ শতাংশ) উত্তরদাতা বলেছেন, তাঁদের দেশে বড় কোম্পানির প্রধান নির্বাহী (সিইও) হিসেবে নারী থাকায় তাঁরা বেশ আরামে কাজ করতে পেরেছেন। এর এক বছর আগেও এ হার ছিল ৫৪ শতাংশ। এখন এ দিক থেকে পুরুষেরা এগিয়ে আছেন। প্রতি ১০ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে একজন বলেছেন, কোম্পানির নারী সিইও থাকলে তাঁরা কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন না। নারী রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। সারা বিশ্বে নারী রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আস্থা হারাচ্ছে জনগণ। ২০২১ সালে জি-৭-ভুক্ত দেশের ৪৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তাঁদের দেশে সরকার প্রধান নারী থাকায় তাঁরা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। কিন্তু এর আগের বছর এ হার ছিল ৫২ শতাংশ। করোনা মহামারির কারণে অনেক নারী কর্মক্ষেত্র ছেড়ে সন্তান লালন-পালন ও ঘরের কাজে ফিরে গেছেন। এ কারণে পুরোনো প্রথা আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে।নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় অনেকে হতাশ হয়েছেন। আবার গবেষণার এমন ফল নিয়ে শিক্ষাবিদ ও নেতৃত্ব নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞরা নানা তত্ত্ব দিয়েছেন। তাঁরা প্রায় সবাই সতর্ক করে বলেছেন, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্তরে আস্থার ব্যবধান কমিয়ে আনতে হবে। সিইও হিসেবে নারীদের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ার নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিশ্লেষকেরা। কিছু বিশেষজ্ঞ যুক্তি দিয়েছেন, বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও করোনা মহামারির কারণে প্রতিষ্ঠানের আচরণে পরিবর্তন এসেছে। আর এ পরিবর্তন লিঙ্গবৈষম্যের ওপর দারুণ প্রভাব ফেলছে। যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাসাচুসেটসের ব্যবসন কলেজের অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়র বিষয়ের অধ্যাপক ডানা গ্রিনবার্গ বলেন, করোনা মহামারির কারণে অনেক নারী কর্মক্ষেত্র ছেড়ে সন্তান লালন-পালন ও ঘরের কাজে ফিরে গেছেন। এতে পুরোনো প্রথা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, যা নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারানোয় প্রভাব ফেলছে। এতে নারীদের প্রতি পক্ষপাত সামাজিকভাবে আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে।

আমরা হয়তো একটি অর্থনৈতিক মন্দার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এটা খুব ভয়ের একটি সময়। ভয় আমাদের সেই নিরাপদের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে, যা আমাদের ঐতিহ্যগতভাবে শেখানো হয়েছে। আর এমন সময় যখন নেতৃত্বের প্রশ্ন আসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের প্রসঙ্গ আসে। ডানা গ্রিনবার্গ বলেন, 'আমরা হয়তো একটি অর্থনৈতিক মন্দার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এটা খুব ভয়ের একটি সময়। ভয় আমাদের সেই নিরাপদের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে, যা আমাদের ঐতিহ্যগতভাবে শেখানো হয়েছে। আর এমন সময় যখন নেতৃত্বের প্রশ্ন আসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের প্রসঙ্গ আসে।'১৪ হাজার মানুষের অংশগ্রহণে কান্টার পাবলিক সমীক্ষার বৈশ্বিক তথ্য, রিকজাভিক গ্লোবাল ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন ও উইমেন পলিটিক্যাল লিডারস নেটওয়ার্কের যৌথ এক জরিপেও দেখা গেছে, নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। কিছু দেশের বিশেষজ্ঞদের ধারণা, নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ার রাজনৈতিক কারণও থাকতে পারে। কান্টার পাবলিকের গ্লোবাল সিইও মিশেল হ্যারিসন বলেন, 'যদি আপনি একটি জাতীয় সংলাপে নারীদের নিজস্ব স্বাস্থ্যসেবার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে আলোচনা করতে যান, তাহলে এর থেকে আর আপনি কী আশা করতে পারেন?'দ্য রিকজাভিক ইনডেক্স ফর লিডারশিপের তথ্য বলছে, জাপান, জার্মানিসহ বেশ কিছু দেশে বয়স্কদের তুলনায় তরুণেরা কম প্রগতিশীল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর অর্থএই তরুণদের নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখার সম্ভাবনা অনেক কম। গত জুনে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে গর্ভপাতের অধিকার দেওয়া প্রায় পাঁচ দশকের পুরোনো একটি আইন বাতিল করে রায় দেওয়ার বিষয়ের উল্লেখ করে মিশেল বলেন, নারীদের প্রজনন অধিকারের মতো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে যখন জনসমক্ষে প্রশ্ন করা হয়, তখন এটাই প্রমাণ হয়, তাঁর নিজের জীবনে যেকোনো কিছু করার অধিকার নেই। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নারীদের আচরণ নিয়ে নানা মন্তব্য করে বিতর্কিত হয়েছিলেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও নারীদের নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করার প্রবণতা বেড়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, অনলাইনে নারীদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যের হার গত পাঁচ বছরে বেড়েছে।ব্রিটিশ লেখক ও গবেষক লরা বেটস তাঁর ২০২০ সালে প্রকাশিত 'মেন হু হেইট উইমেন' বইয়ে লিখেছেন, অনলাইনে বিষয়বস্তুর এমন প্রাধান্য নারীর প্রতি সহিংসতামূলক বা নারীর প্রতি সহিংসতাকে উৎসাহিত করে। এসব বিষয় দৈনন্দিন জীবনে যৌন সংস্কৃতির দিকে সরাসরি ইঙ্গিত করে। ২০২১ সালে মার্কিন সেনাদের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় শিক্ষাবিদ কাইলিন হান্টার ও এমা জুয়েন দেখেছেন, যুদ্ধের জন্য দৈহিক সামর্থ্য ও নারীদের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়ানোর জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম দায়ী। যুক্তরাজ্যের দাতব্য সংস্থা হোপ নট হেইটের ২০২০ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বয়স্কদের তুলনায় তরুণ প্রজন্মের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি বেশি। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া তরুণদের অর্ধেক বলেছেন, নারীবাদ বিষয়টি এখন 'অনেক দূরে' চলে গেছে বলে তাঁরা অনুভব করেন। তবে দ্য রিকজাভিক ইনডেক্স ফর লিডারশিপের তথ্য বলছে, জাপান, জার্মানিসহ বেশ কিছু দেশে বয়স্কদের তুলনায় তরুণেরা কম প্রগতিশীল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর অর্থএই তরুণদের নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখার সম্ভাবনা অনেক কম। নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ার আরেকটি তত্ত্ব হলো ক্ষমতার কেন্দ্রে অনেক বেশি নারী থাকায় নারীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব আগের চেয়ে বেড়েছে। বিশ্বের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের সিইও ও কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিয়ে কাজ করা বৈশ্বিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ক্যাটালিস্টের ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার নির্বাহী পরিচালক অ্যালিসন জিমারম্যান বলেন, ঐতিহাসিকভাবে কর্মক্ষেত্র ও সরকার মূলত পুরুষের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আর এ সংস্কৃতিও পুরুষেরা তৈরি করেছে। সংস্কৃতি বা আদর্শের ব্যতিক্রম যেকোনো কিছুতে মানুষের আস্থা কম। ২০২০ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক গবেষণায় দেখা গেছে, আমেরিকার প্রতি তিন পুরুষের একজন বিশ্বাস করেন, সমাজে লিঙ্গসমতার কারণে নারীদের যে লাভ হয়েছে, তা মূলত পুরুষের কারণেই হয়েছে। ২০২০ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক গবেষণায় দেখা গেছে, আমেরিকার প্রতি তিন পুরুষের একজন বিশ্বাস করেন, সমাজে লিঙ্গসমতার কারণে নারীদের যে লাভ হয়েছে, তা মূলত পুরুষের কারণেই হয়েছে। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপক সেসিলিয়া হিউনজাং মো পৃথক এক গবেষণায় এমন তথ্য পেয়েছেন। সম্প্রতি দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আপনি যদি বিশ্বাস করতে শুরু করেন, অন্যান্য গোষ্ঠী আপনাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, আপনাদের থেকে ভালো কাজ করছে, তাহলে ধরে নেবেন, আপনি অন্যান্য গোষ্ঠীর ওপর অসন্তুষ্ট হতে শুরু করেছেন।'নারী নেতৃত্ব নিয়ে কাজ করা মার্কিন প্রতিষ্ঠান হাউ উইমেন লিডের সভাপতি ও সিইও জুলি কাস্ত্রো আব্রামস বলেন, সমাজ কীভাবে নারী নেতাদের দেখে, সেটা একটা বিষয়। তিনি আরও বলেন, 'আমরা নারীদের ভিলেন হিসেবে দেখতে পছন্দ করি। এটা আমাদের সংস্কৃতির অংশ। নেতৃত্বের পর্যায়ে যখন আরও বেশি নারী আসেন, তখন সেই আচরণ বেরিয়ে আসতে শুরু করে। কারণ, এত দিন আমরা যা জেনে-শিখে এসেছি, নেতৃত্বে থাকা একজন নারী তা উল্টে দেয়। মানুষ নারীদের ব্যর্থ দেখতে পছন্দ করে।'জুলি কাস্ত্রো আব্রামস আরও বলেন, ক্ষমতায় থেকে যখন একজন নারী ব্যর্থ হন, তখন কেন নেতৃত্বে নারী থাকা উচিত নয়, এ বিষয় তাঁকে চারপাশ থেকে বোঝানো হয়। মার্কিন নির্বাচনে যখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে হিলারি ক্লিনটন হেরে গেলেন, তখন অনেক গণমাধ্যম প্রশ্ন তুলেছিল, আমেরিকা সত্যিই নারী প্রেসিডেন্টের জন্য প্রস্তুত কি না। মার্কিন জনহিতৈষী গবেষণা সংস্থা দ্য রকফেলার ফাউন্ডেশন ২০১৬ সালে একটি গবেষণা করে। এতে দেখা গেছে, কোনো নারী সিইওর কোম্পানি সমস্যায় পড়লে সে জন্য ওই নারীকেই দায়ী করা হয়। পুরুষ সিইওর ক্ষেত্রে এমনটা করা হয় না। যত বেশি নারী সফলভাবে নেতৃত্বে থাকবেন, তত বেশি তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে সমালোচনা করা হয়। সম্প্রতি রক্ত পরীক্ষার প্রযুক্তির বিষয়ে ভুল তথ্য দেওয়ার অভিযোগে থেরানোস নামের মার্কিন বায়োটেকনোলজি কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এলিজাবেথ হোমসকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অনেকেই বলছেন, এলিজাবেথ নারী বলেই তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করা হয়েছে। কারণ, অন্য টেক স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানের সিইওরা অন্যায় করেও এমন সাজার মুখোমুখি হননি। আমরা নারীদের ভিলেন হিসেবে দেখতে পছন্দ করি। এটা আমাদের সংস্কৃতির অংশ। নেতৃত্বের পর্যায়ে যখন আরও বেশি নারী আসেন, তখন সেই আচরণ বেরিয়ে আসতে শুরু করে। কারণ, এত দিন আমরা যা জেনে-শিখে এসেছি, নেতৃত্বে থাকা একজন নারী তা উল্টে দেয়। মানুষ নারীদের ব্যর্থ দেখতে পছন্দ করে।'গবেষণায় দেখা গেছে, যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা বা ব্যর্থতা দেখা দেয়, তখন সেখানে নারী সিইও নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বিষয়টি 'গ্লাস ক্লিফ' নামে পরিচিত। গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় রিটেইল চেইন স্টোর বেড বাথ অ্যান্ড বিয়ন্ডের স্টকের দাম কমে যাওয়ায় সেখানে একজন নারী সিইও নিয়োগ দেওয়া হয়। লস অ্যাঞ্জেলেসে মানুষ দীর্ঘদিন গৃহহীন সমস্যা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। শেষমেশ সম্প্রতি তাঁরা নারী মেয়র হিসেবে কারেন বাসকে নির্বাচিত করেন। আর 'গ্লাস ক্লিফ' ধারণার উদাহরণ হলেন যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস। দেশটির নড়বড়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। পরে পদত্যাগও করেন। এসব ব্যর্থতার ঘটনায় নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা আরও কমে যায়। অনেক কর্মক্ষেত্র ও সংস্কৃতিতে লিঙ্গবৈষম্য বা পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে আছে। এর সমাধান এক দিনে হবে না। তবে আশার কথা যাচ্ছে, বড় বড় প্রতিষ্ঠানে গতি ধীর হলেও নারী নেতৃত্ব ক্রমশ বাড়ছে। আর নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থাও ধীরে ধীরে বাড়বে। কান্টার পাবলিকের গ্লোবাল সিইও মিশেল হ্যারিসন বলেন, 'সর্বশেষ তথ্য সত্যিই হতাশাজনক। তবে আমি আশাবাদী হওয়ার উপায় খুঁজে পেতে কাজ করে যাচ্ছি।'মিশেল হ্যারিসন আরও বলেন, 'এটা কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গের ব্যক্তির ভূমিকার বিষয় নয়। নারী বা পুরুষ নেতৃত্ব ঠিক করার বিষয়ও এটি নয়। এটি মূলত আমাদের সমাজের ভেতরে থাকা নিয়মনীতি ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের বিষয়। কিন্তু এ মুহূর্তে সেটা সম্ভব হবে না।' বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজনৈতিক পরিবর্তন ও আর্থসামাজিক কারণ সম্ভবত ভবিষ্যতে এ বিশ্বাসের গতিপথ নির্ধারণ করবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ডিমাপুর-কোহিমা নতুন রেল প্রকল্পের দীর্ঘতম টানেল নির্মাণের কাজ শুরু

মালিগাঁও, ১৮ মার্চ, ২০২৪: ডিমাপুর-কোহিমা নতুন রেল লাইন প্রকল্পের কাজে আরও এক ধাপ এগিয়ে, নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর জেলার মেদজিফেমা সার্কলের সিপামা গ্রামে অবস্থিত এই প্রকল্পের টানেল নং. ৭-এর পোর্টাল ১-এ নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। এই টানেলটি ডিমাপুর-কোহিমা নতুন রেল লাইন প্রকল্পের দীর্ঘতম টানেল হবে। এই টানেলটির দৈর্ঘ্য হলো ৬,৬১০ মিটার। সিপামা গ্রামে টানেল নং. ৭-এর পোর্টাল ১-এ পৌঁছোনোর জন্য পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে একটি ১২ কিমি লম্বা প্রবেশ পথ নির্মাণ করা হয়েছিল। টানেলটি এই প্রকল্পের ফেরিমা ও পিফেমা স্টেশনের মধ্যে অবস্থিত। ৮২.৫০ কিমি দৈর্ঘ্যের (২.৭৫ কিমি অসমে এবং ৭৯.৭৫ কিমি নাগাল্যান্ডে) ডিমাপুর-কোহিমা নতুন রেল লাইন প্রকল্পটি অসমের ধনসিরি স্টেশন থেকে শুরু হয়ে কোহিমা সংলগ্ন জুবজা পর্যন্ত গেছে, যা আনুমানিক ৬,৬৬৩ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে ০৮টি নতুন স্টেশন রয়েছে, সেগুলি হলো যথাক্রমে ধনসিরি, ধনসিরিপার, শোখুভি, মোলভম, ফেরিমা, পিফেমা, মেঙ্গুজুমা ও জুবজা। এই প্রকল্পে রয়েছে ২৭টি মেজর ব্রিজ, ১৪৮টি মাইনোর ব্রিজ, ০৫টি রোড ওভার ব্রিজ, ১৫টি রোড আন্ডার ব্রিজ ও ৩১ কিমি দৈর্ঘ্যের ২১টি সুড়ঙ্গ। ধনসিরি থেকে শোখুভি পর্যন্ত ১৬.৫ কিমি অংশ ইতিমধ্যে ২০২১-এর অক্টোবর মাসে সম্পূর্ণ হয়েছে। শোখুভি থেকে অরুণাচলের নাহরলগুন এবং মেঘালয়ের মেন্দিপাথার পর্যন্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেন পরিষেবা সম্প্রতি চালু করা হয়েছে।এই নতুন রেল সংযোগী প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে বর্তমানের তুলনায় খুব সস্তায় খাদ্য শস্য, পেট্রোলিয়াম সামগ্রী, অটোমোবাইল এবং বিভিন্ন পরিকাঠামোমূলক ও নির্মাণমূলক সামগ্রী নাগাল্যান্ডে সহজে পরিবহণ করা সম্ভব হবে। এই উন্নয়ন স্থানীয় মানুষ বৃহৎভাবে উপকৃত করবে, কারণ এটি রাজ্যটির অর্থনীতিকে যথেষ্ট উন্নত করবে এবং স্থানীয় মানুষকে সস্তা ও বিশ্বস্ত যোগাযোগের মাধ্যম প্রদান করবে বলে আশা করা হয়েছে।

নামাজের সময় হনুমান চালিশা বাজানোয় দোকানদারকে মার বেঙ্গালুরুতে

বেঙ্গালুরু, ১৮ মার্চ (হি. স.): বেঙ্গালুরুতে নামাজের সময় হনুমান চালিশা বাজানোয় মারধর করা হল এক দোকানদারকে। বেঙ্গালুরুর সিদ্দান্না গলি এলাকায় মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার ভিডিয়ো ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অভিযোগ, রবিবার রাতে কয়েকজন যুবক একটি দোকানে চড়াও হয়ে দোকান মালিককে মারধর করে। মুকেশ নামে ওই দোকানদারকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে।

মুকেশ বলেন, 'দোকানে বসে সান্ধ্য পূজার সময় আমি হনুমান চালিশা শুনি। প্রতিদিনই কোনও না কোনও ভজন চালিয়ে দিই।' মুকেশের অভিযোগ, রবিবার সন্ধ্যায় আচমকাই তাঁর দোকানে ৫---৬ জন যুবক চড়াও হয়। হনুমান চালিশার রেকর্ড বাজানো নিয়ে তাঁরা আপত্তি তোলে। নামাজের সময় ভক্তিমূলক সঙ্গীত কেন চালানো হচ্ছে, তা জানতে চাওয়া হয় মুকেশের থেকে। এরপর বচসা শুরু হয়। শীঘ্রই তা হাতাহাতিতে গড়ায়। স্পিকার দিয়ে মুকেশের মাথায় মারা হয় বলে অভিযোগ। এর জেরে মুকেশ গুরুতর আহত হন। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগসহ বিভিন্ন ধারায় মামলা করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক কোনও সম্পর্ক নেই বলেই দাবি পুলিশের।

আবহাওয়া আমূল বদল আসছে উপত্যকায়, ২১-২২ মার্চ জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস

শ্রীনগর, ১৮ মার্চ (হি.স.): আবহাওয়ায় ফের আমূল বদল আসছে ভূস্বর্গে, আগামী ২১-২২ মার্চের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের নানা প্রান্তে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। শ্রীনগরে অবস্থিত আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২২ ও ২২ মার্চ জম্মু ও কাশ্মীরের সমভূমিতে হালকা বৃষ্টি, বজ্রপাত ও দমকা হাওয়া হবে।অনেক জায়গায় তুষারপাতের সম্ভাবনা-সহ মেঘলা থাকবে আবহাওয়া।

আবহবিদরা জানিয়েছেন, তার আগে ২০ মার্চ পর্যন্ত আবহাওয়ার মূলত শুষ্ক থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ২৩ মার্চের পর আবহাওয়া ফের শুষ্ক থাকবে। এরপর ২৪ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের কয়েকটি জায়গায় হালকা বৃষ্টি এবং তুষারপাত হতে পারে।

অবৈধ নির্মাণ নিয়ে শাসকদলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন সুকান্ত

কলকাতা, ১৮ মার্চ, (হি.স.): গার্ডেনরিচে অবৈধ নির্মাণ নিয়ে শাসকদলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

সোমবার সুকান্তবাবু বলেন, ''গোটা কলকাতাকে অবৈধ নির্মাণের টেন্ডার তৃণমূল নেতারা দিয়ে রেখেছে। তৃণমূল নেতারা প্রতি বর্গ ফুটে পয়সা নেয়। প্রতি বর্গ ফুটে যদি আপনি পয়সা নেন, তাহলে আপনার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মেরুদন্ডে জোর থাকবে। আজকে একটা ভেঙেছে, ৩০ বছর পর আরও বাড়ি ভাঙবে। আপনি উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, চেতলা কোথায় যাবেন? সব জায়গায় কাউন্সিলর স্কোয়ার ফিটে টাকা নেয়। এরা হচ্ছে স্কোয়ার ফিট কাউন্সিলর। এক এক জন কাউন্সিলরের সম্পত্তি দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এক কাউন্সিলর পি ডাব্লিউ ডি জায়গা দখল করে বাইপাস ধাবা বানিয়ে বসে আছে। এইতো তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর।''

কাজ বন্ধ ভদ্রেশ্বর শ্যামনগর জুট মিলে, পরিবার নিয়ে মিলগেটে ধর্নায় শ্রমিকরা

হুগলি, ১৮ মার্চ (হি.স.) : শ্রমিক অসন্তোষের জেরে কাজ বন্ধ ভদ্রেশ্বর শ্যামনগর জুট মিলের। সোমবার পরিবার নিয়ে মিলগেটে ধর্নায় বসেন শ্রমিকরা।

গত তিন দিন আগে লকেট চট্টোপাধ্যায় ভদ্রেশ্বর জুট মিল গেটে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। জুট মিলে শ্রমিকদের সঙ্গে অবিচার হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী সেদিন দাবি করেছিলেন মিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে জুট মিল চালু রাখার জন্য। দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন যা হোক না কেন, কাজ বন্ধ না রাখার জন্য শ্রমিকদের কাছেও আবেদন জানান তিনি। চার দিন বন্ধ থাকার পর গত শনিবার রবি দুদিন কাজ হয় মিলে। এদিন সকাল থেকে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেয়। দেখা যায় মিলগেটে শ্রমিকরা পরিবার নিয়ে ধর্নায় বসে যায়।

শ্রমিকদের অভিযোগ, চুক্তি না মেনে শ্রমিকদের ওপর কাজের বোঝা চাপানো হচ্ছে, নতুন মেশিনে বেশি করে কাজ করতে বলা হচ্ছে।

পুরনো মেশিনের অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন শ্রমিকরা কিন্তু নতুন মেশিনে কাজে তাদের সমস্যা হচ্ছে বলে দাবি শ্রমিকদের।

পাশাপাশি শ্রমিকদের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে সেটা নিয়েও অসন্তোষ রয়েছে তাদের। মিল কর্তৃপক্ষকে বারবার বলা সত্ত্বেও কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ শ্রমিকদের। যদিও সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি মিলের পক্ষ থেকে। অশান্তি এড়াতে ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ মিলের গেটে মোতায়ন করা হয়েছে।

বাগডোগরায় যাত্রী তোলাকে কেন্দ্র করে টোটো ও অটোচালকের বচসায় উত্তেজনা এলাকায়

বাগডোগরা, ১৮ মার্চ (হি.স.) : বাগডোগরায় যাত্রী তোলাকে কেন্দ্র করে টোটো ও অটোচালকের বচসা। উত্তেজনা ছড়ালো। ঘটনায় অটোচালককে মারধরের অভিযোগ উঠল টোটোচালকের বিরুদ্ধে।

এদিন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউর বাগডোগরা অটো ইউনিয়নের সদস্যরা টোটোচালকের বিরুদ্ধে বাগডোগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অটোচালক দিলীপ ঘোষ জানান, এদিন বিমানবন্দরে এক যাত্রীর কাছে ১০০ টাকায় ভাড়া ঠিক করেন তিনি।

কিন্তু ওই টোটোচালক ৫০ টাকায় ওই যাত্রীকে নিয়ে যেতে রাজি হন। এনিয়ে দুই চালকের মধ্যে বচসা হয়। টোটোচালক নিজের পাড়া থেকে দলবল নিয়ে এসে বিহারমোড়ে অটোচালকদের ওপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে বাগডোগরা থানার পুলিশ সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বাগডোগরায় টোটোর দৌরাত্ম্য নিয়ে অটোচালকদের ক্ষোভ দীর্ঘদিনের। অটো ইউনিয়নের সভাপতি যুগল দাস জানান, বাগডোগরায় টোটোর সংখ্যা অত্যধিক বেড়েছে। পকেট রুটে টোটো চালানোর নিয়ম থাকলেও জাতীয় সড়ক এবং এশিয়ান হাইওয়েতেও ট্রাফিক আইনের তোয়াক্কা না করেই চলাচল করছে। যদিও এবিষয়ে টোটোচালকদের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের ওসি স্বপন রায় জানান, অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কংগ্রেসের কোনও উন্নয়নের এজেন্ডা নেই, শুধু মিথ্যা আর মিথ্যাচার : প্রধানমন্ত্রী

শিবমোগা, ১৮ মার্চ (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের ভোটপ্রচারে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণের তেজ ক্রমেই বাড়াচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার কর্ণাটকের শিবমোগাতে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'কংগ্রেসের কোনও উন্নয়নের এজেন্ডা নেই, শুধু মিথ্যা আর মিথ্যাচার। কংগ্রেস মিথ্যা বলতে থাকে এবং সেই মিথ্যাকে ঢাকতে নতুন বড় মিথ্যা কথা বলে। ধরা পড়লে, কংগ্রেস নিজস্ব কুকর্মের জন্য অন্যদের দোষারোপ করতে শুরু করে। কংগ্রেসের চরিত্র এমনই!'

এবার ৪০০ পার এই স্লোগান দিয়ে শিবমোগার জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'বিকশিত ভারতের জন্য ৪০০ পার, বিকশিত কর্ণাটকের জন্য ৪০০ পার, দারিদ্র্য কমাতে ৪০০, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ৪০০ পার, কৃষকদের সমৃদ্ধির জন্য ৪০০ পার, তরুণদের জন্য নতুন সুযোগের জন্য ৪০০ পার।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কখনই কাজ করার নয়। কংগ্রেসের একটাই উদ্দেশ্য- জনগণকে লুট করে পকেট ভর্তি করা।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞই বলছেন, নারী শক্তিই মোদীর নীরব ভোটার। কিন্তু আমার দেশের নারী শক্তি ভোটার নয়, মাতৃশক্তির রূপে আছে।'

লিগ আঁতে : ৩ ম্যাচ পর ঘরোয়া লিগে জয়ের স্বাদ পেল পিএসজি, গোল পেলেন এমবাপেও

প্যারিস, ১৮ মার্চ (হি.স.) : ৩ ম্যাচ পর ঘরোয়া লিগে জয়ের স্বাদ পেল পিএসজি। সেই সঙ্গে লিগ আঁতে তিন ম্যাচ পর গোলের দেখা পেলেন কিলিয়ান এমবাপেও। শুধু গোল নয়, করলেন হ্যাটট্রিকও। চলতি লিগে এটি তাঁর দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক। আর তাঁর এই দারুণ নৈপুণ্যে জয়ের পথে ফিরল পিএসজি এবং বজায় রাখলো শীর্ষস্থান।

রবিবার রাতে মোঁপেলিয়ের মাঠে ৬-২ গোলে জিতেছে শিরোপাধারীরা। অন্য ৩ গোলদাতা হলেন ভিতিনিয়া, লি কাং-ইন ও নুনো মেন্দেস। আর মোঁপেলিয়ের হয়ে ব্যবধান কমান নর্দিন ও সেভেনিয়ের। তবে দ্বিতীয়ার্ধে আর কোনও প্রতিরোধই গড়তে পারেনি মোঁপেলিয়ে। এই জয়ে শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল পিএসজি। ২৬ ম্যাচে ১৭ জয় ও আট ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৫৯। ১২ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে ব্রেস্ত। আর ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ নম্বরে মোঁপেলিয়ে।

তেজপুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পলাতক তিন বন্দি

তেজপুর (অসম), ১৮ মার্চ (হি.স.) : তেজপুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিন বন্দি পালিয়েছে। তিন বন্দি যথাক্রমে ইন্দজিৎ মণ্ডল, জেহেরুল ইসলাম ও থুলেশ্বর তাঁতি পালিয়ে যাওয়ার পর তেজপুর কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ উচ্চ সতর্কতা জারি করেছেন।

জানা গেছে, তিন বন্দি কারাগারের প্রাচীর টপকে পালিয়েছে। শিশু অপহরণ ও শিশু ধর্ষণের অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এদিকে, এক সঙ্গে তিন বন্দি পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় কালোঘাম ছুটছে কারাগার কর্তৃপক্ষ এবং জেলার সাধারণ পুলিশ প্রশাসনের। পলাতক বন্দিদের খুঁজে বের করতে তীব্র অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। কারাগারের আশপাশ এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বার্তা জারি করেছে পুলিশ। তাছাড়া কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তিকে দেখলে তৎক্ষণাৎ পুলিশকে অবগত করতে বলা হয়েছে।

দিল্লির ভারত মণ্ডপমে শুরু স্টার্টআপ মহাকুম্ভ, চলবে ২০ মার্চ পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.): নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে সোমবার শুরু হয়েছে স্টার্ট আপ ক্ষেত্রে ভারতের বৃহত্তম প্রদর্শনী — স্টার্ট আপ মহাকুম্ভ। চলবে এই মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বি২বি, এগ্রিটেক, ডীপটেক, ফিনটেক-এর মত বেশ কিছু প্যাভিলিয়ন রয়েছে এই প্রদর্শনীতে। এর লক্ষ্য ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট, বিনিয়োগকারী এবং সম্ভাবনাময় কর্পোরেট অংশীদার সহ উদ্ভাবকদের সঙ্গে স্টার্ট আপগুলিকে যুক্ত করা।

তিন দিনের এই স্টার্টআপ মহাকুম্ভ, যা স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম প্রদর্শনের অন্যতম বড় ইভেন্ট, সোমবার নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে শুরু হয়েছে। এই স্টার্টআপ ইভেন্টের লক্ষ্য হল উদ্ভাবকদের একটি বর্ণালী যার মধ্যে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট, বিনিয়োগকারী এবং সম্ভাব্য কর্পোরেট অংশীদারদের সাথে স্টার্টআপগুলিকে সংযুক্ত করা। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে, ডিপার্টমেন্ট ফর প্রমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেড, ডিপিআইআইটি সেক্রেটারি রাজেশ কুমার সিং বলেন, এখন

মিজোরামে খুন দোকান-মালিক, গ্রেফতার ৩৪ বছর বয়সি মহিলা

আইজল, ১৮ মার্চ (হি.স.) : মিজোরামের রাজধানী আইজলে জনৈক দোকান-মালিককে খুনের অভিযোগে ৩৪ বছর বয়সি এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, জানিয়েছেন রাজ্যের গৃহমন্ত্রী কে সাপডাঙ্গা।

আজ সোমবার আইজলে আয়োজিত এ সাংবাদিক সম্মেলনে এ খবর জানিয়ে গৃহমন্ত্রী সাপডাঙ্গা বলেন, গতকাল স্থানীয় নিউ মার্কেটে জনৈক দোকানের মালিককে খুনের সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্ত মহিলা আইরিন লালাউমজুয়ালি (৩৪)-কে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি জানান, আইজলের রামথার উত্তরে বসবাসকারী আইরিন লালাউমজুয়ালিকে শহরের তুইকুয়াল দক্ষিণ এলাকার বাসিন্দা ৫২ বছর বয়সি ভি লালমিংথাঙ্গিকে খুনের প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

গৃহমন্ত্রী বলেন, পুলিশ ব্যাপক অভিযান চালিয়ে জেমাবাওক এলাকায় তার বন্ধুর বাসা থেকে লালাউমজুয়ালিকে আটক করা হয়।

সাপডাঙ্গা বলেন, ভি লালমিংথাঙ্গি একটি দোকান চালাতেন। কিন্তু শনিবার রাতে তিনি বাড়ি ফেরেননি। বাড়ি না ফেরায় তার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। পরেরদিন রবিবার সকালে লালমিংথাঙ্গিকে তার দোকানের ভিতরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও ফরেনসিক দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ। অবশেষে প্রধান সন্দেহভাজন অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ।

তিনি জানান, লালাউমজুয়ালির হেফাজত থেকে একটি ছুরি, মৃত ব্যক্তির ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং দোকানের কিছু চুরির সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে লালাউমজুয়ালি তার অপরাধের কথা স্বীকার করেছে, জানিয়েছেন গৃহমন্ত্রী সাপডাঙ্গা।

মন্ত্রী জানান, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে খুন, অপরাধের প্রমাণ লোপাট এবং চুরি সংক্রান্ত ধারা রুজু করেছে পুলিশ। মন্ত্রী সাপডাঙ্গা আশ্বস্ত করেছেন, মামলার তদন্ত শেষ হয়নি, এর শিকড় খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় ধৃত ১

কলকাতা, ১৮ মার্চ, (হি.স.) : গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম মহম্মদ ওয়াসিম। সংশ্লিষ্ট আবাসন তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন ওই ব্যক্তি।

কলকাতা পুলিশের যুগ্ম নগরপাল (সদর) মারাজ খালেদ বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে ৩০৪ এবং ৩০৭ ধারায় অনিচ্ছাকৃত খুনের চেষ্টা, সঙ্গে অবৈধ নির্মানের দায়ে পৌরসভার আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।'

প্রশাসনের নজর এড়িয়ে কীভাবে বেআইনি নির্মাণ চলছে? এবিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলরকে দোষ দিতে রাজি নন ফিরহাদ।

তাঁর মতে, ''কোন গলিতে কীভাবে বেআইনি ভাবে বাড়ি তৈরি হচ্ছে, সেটা কাউন্সিলরের জানা সম্ভব নয়।

নিঃসন্দেহে প্রশাসনকে আরও কড়া হতে হবে। আমরা আইনি ব্যবস্থা নেব।'

ব্যাখ্যা দিয়ে ফিরহাদের বক্তব্য, ''বাম আমল থেকে এখানে বেআইনি নির্মাণ চলছে।

সে সময়ে প্রশাসনের কাছ থেকে নির্মাণের অনুমতি পাওয়া যেত না। অনুমতি জোগাড় করতে অনেক হেনস্থা হতে হত।

তাই প্রোমোটারেরা বেআইনি নির্মাণের পথে হাঁটতেন। এখন কাজ অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। ওই বহুতলের প্রোমোটারকে অবিলম্বে গ্রেফতারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

বচসার জেরে মুজফফরনগরে শিক্ষককে গুলি করে খুন পুলিশ কনস্টেবলের

মুজফফরনগর, ১৮ মার্চ (হি. স.): উত্তর প্রদেশের মুজফফরনগরে এক শিক্ষককে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠল এক পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে মুজফফরনগরের সিভিল লাইন এলাকায়। নিহত ব্যক্তির নাম ধর্মেন্দ্র কুমার। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি বারাণসী শিক্ষা দফতরেরও সদস্য ছিলেন। অভিযুক্ত কনস্টেবল চন্দর প্রকাশকে গ্রেফতার করেছে উত্তর প্রদেশ পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, কথা কাটাকাটির মাঝেই নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি করেন ওই পুলিশ কর্মী। তাঁর সার্ভিস রাইফেল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার বোর্ডের পরীক্ষার খাতা রাখতে গিয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র কুমার সহ আরও কয়েকজন শিক্ষাকর্মী ও পুলিশের একটি টিম। সেখানে ধর্মেন্দ্র এবং চন্দরের মধ্যে সাধারণ কথাবার্তা হঠাৎই বচসায় গড়ায়। তখনই মেজাজ হারিয়ে চন্দর নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে দেন। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন ধর্মেন্দ্র। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃতদের ৫ লক্ষ টাকা, আহতদের ১ লক্ষ টাকা সরকারি সহায়তা

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.) : রবিবার মধ্যরাতে গার্ডেনরিচে ভেঙে পড়ে নির্মীয়মাণ বহুতল। বিপর্যয়ের ঘটনাটিতে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ঘটনা নিয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন। এক্স হ্যান্ডলে তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। ঘোষণা করেছেন ক্ষতিপূরণের।মালদায় নির্বাচনী প্রচার থেকে সোজা কলকাতায় দুর্ঘটনাস্থলে আসেন ফিরহাদ। ঘটনাস্থলে রাতে ছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। ঘটনাস্থল থেকেই মেয়র ঘোষণা করেন, মৃতদের ৫ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

লা লিগা : অ্যাটলেটিকোকে উড়িয়ে দুইয়ে বার্সেলোনা

বার্সিলোনা, ১৮ মার্চ (হি.স.) : লা লিগায় অ্যাওয়ে ম্যাচে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে পয়েন্ট টেবিলে দুইয়ে উঠে এল বার্সেলোনা। বার্সার হয়ে গোল করেছেন জাও ফেলিক্স, বরার্ট লেওয়ানডস্কি ও ফারমিন লোপেজ। রবিবার রাতে ঘরের মাঠে অ্যাটলেটিকো শুরুটা ভালো করেছিল। আক্রমণে যাচ্ছিল বারবার। কিন্তু প্রথমার্ধের ৩৮ মিনিটে ফেলিক্স এর করা গোলে(১-০) এগিয়ে যায় বার্সা। দ্বিতীয়ার্ধের ৪৭ মিনিটে ব্যবধান(২-০) বাড়ান বার্সার ফরোয়ার্ড লেওয়ানডস্কি। চলতি মৌসুমে নিজের ১৩-তম গোলটি করেন এই পোলান্ড তারকা। এরপর ম্যাচের ৬৫ মিনিটে ফারমিন লোপেজ শেষ বলটি করেন। এই দারুণ জয় তুলে নিয়ে জিরোনাকে তিনে নামিয়ে দুইয়ে উঠে এল বার্সা। ২৯ ম্যাচে বার্সার পয়েন্ট এখন ৬৪।

বহুতল বিপর্যয়ের পর শাসকদলকে তোপ অর্জুন সিংয়ের

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.): "পৃথিবীতে কোথাও কলকাতার মতো বেআইনি নির্মাণ হয় না। কাউন্সিলর বেআইনি নির্মাণের নেটওয়ার্ক চালাচ্ছেন।"

সোমবার এই অভিযোগ করেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিংহ। প্রচারমাধ্যমকে তিনি বলেন, "বিধায়ক, কাউন্সিলর, পুলিশ মিলে ত্রিস্তরীয় দুর্নীতি চালাচ্ছে।"'

মূলত, গার্ডেনরিচ বহুতল বিপর্যয়ের পর ইতিমধ্যেই অবৈধ নির্মাণ ঘিরে বামেদের দিকে আঙুল তুলেছেন ফিরহাদ হাকিম। "বেআইনি ভাবেই নির্মাণ করা হচ্ছিল বহুতলটি", স্বীকার করে নেন খোদ মেয়র। তবে দোষ চাপান বাম আমলের উপর।

প্রসঙ্গত, রবিবার মধ্যরাতে তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে গার্ডেনরিচের একটি নির্মীয়মান বহুতল। বহুতলটির পাশেই ছিল একটি ঝুপড়ি। ঘটনায় অন্তত দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় ২০ জন আহত হয়েছেন।

আগরতলা পুর নিগম

তৌজি বিভাগ
আগরতলা
তারিখ: ১৮/০৩/২০২৪

পুর বিজ্ঞপ্তি

চৈত্র মেলা উপলক্ষে আগরতলা পুরনিগমের পক্ষ থেকে সকল ব্যবসায়ীদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, চৈত্র মেলা ২০২৪ ইং অনুষ্ঠিত হইবে সূর্য্য চৌমুহনী হইতে ওরিয়েন্ট চৌমুহনী (শকুন্তলা রোড), শিশু উদ্যান বিপনী বিতানের সম্মুখে (দক্ষিণ দিক) এবং শিশু উদ্যান (পুকুর পার) চৈত্র মেলা ০৪- ০৪-২০২৪ ইং হইতে ১৩-০৪-২০২৪ ইং পর্যন্ত চলবে (১০দিন)।

এই উপলক্ষে ব্যবসায়ীবৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ২৬-০৩-২০২৪ ইং তারিখে (সকাল ১০:৩০ হইতে দুপুর ৩:৩০ টা পর্যন্ত) আগরতলা পুরনিগমের অন্তর্গত সেন্ট্রাল জোন অফিস এর তৌজি শাখায় আবেদন পত্র বিলি করা হইবে এবং আগামী ২৭-০৩-২০২৪ ইং এবং ২৮-০৩-২০২৪ ইং তারিখে উক্ত শাখায় আবেদন পত্র জমা নেওয়া হইবে (সকাল ১০:৩০ হইতে দুপুর ৩:৩০ টা পর্যন্ত)

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
সহায়ক মিউনিসিপাল কমিশনার
সেন্ট্রাল জোন,
আগরতলা পুর নিগম

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণগুলি কি কি !

থ্যালাসেমিয়া বংশগত রক্তস্বল্পতাজনিত রোগ। যা বংশ পরম্পরায় শিশুর দেহে বাসা বাঁধে। তবে, এটি যেমন কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়, তেমনি রক্তের ক্যানসারও নয়। জিনগত ত্রুটির কারণে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের রক্তে লোহিত রক্তকণিকা ও হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ মারাত্মক কমে যায়।

খুব স্বাভাবিকভাবেই তখন রক্তাল্পতার সমস্যা দেখা দেয়। তবে মানুষ একটু সচেতন হলেই থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ সম্ভব। কীভাবে এই রোগ হয়- যদি বাবা-মা দু'জনেই থ্যালাসেমিয়ার বাহক হন, সে ক্ষেত্রে সন্তান থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে। নবজাতক যে শিশুদের এই সমস্যা থাকে, তারা কিন্তু জন্মের সময়ে বেশ স্বাস্থ্যবান হয়। তবে জন্মের প্রথম দু'বছরের মধ্যেই এর উপসর্গ দেখা দিতে শুরু করে।

আবার, যদি স্বামী-স্ত্রী দু'জন থ্যালাসেমিয়ার বাহক হন অথবা দু'জনের মধ্যে একজন থ্যালাসেমিয়ার বাহক এবং একজন হিমোগ্লোবিন ই-র বাহক হন, সে ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থাতেই প্রায় ২৫ শতাংশ শিশু এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ৫০ শতাংশ শিশুর আবার এই রোগের বাহক হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বাকি ২৫

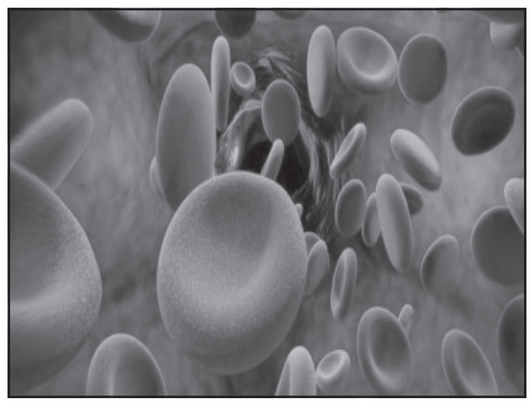

শতাংশ শিশু সম্পূর্ণ সুস্থভাবে জন্ম নিতে পারে বলে মত চিকিতকদের। আবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন যদি সুস্থ থাকেন, সে ক্ষেত্রে নবজাতকের থ্যালাসেমিয়া হওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। তবে থ্যালাসেমিয়ার বাহক হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

কীভাবে বুঝবেন থ্যালাসেমিয়া হয়েছে- থ্যালাসেমিয়ার লক্ষণ প্রধান লক্ষণ হলো রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া। হলদে ত্বক বা জন্ডিস, দেহে অতিরিক্ত আয়রন জমা হওয়া, সংক্রমণ, প্লীহা বড় হয়ে যাওয়া, মুখের হাড়ের বিকৃতি বা মঙ্গলয়েড ফেসিস, শারীরিক বৃদ্ধি হ্রাস পাওয়া, পেট বাইরের দিকে প্রসারিত হওয়া, গাঢ় রঙের প্রস্রাব, হৃতিণ্ডের সমস্যা ইত্যাদি।

থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ কী ভাবে করবেন- সাধারণত রক্তস্বল্পতার জন্য একজন থ্যালাসেমিয়া রোগীকে প্রতি মাসে ১ থেকে ২ ব্যাগ রক্ত শরীরে নিতে হয়। ঘন ঘন রক্ত নেওয়ায় ও পরিপাকনালি থেকে আয়রনের শোষণক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় শরীরে আয়রনের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে লিভার, হৃতিণ্ডসহ নানা অঙ্গ ও গ্রন্থিতে নানা জটিলতা দেখা দেয়। সঠিক চিকিতা ও নিয়মিত রক্ত না নিলে থ্যালাসেমিয়া রোগী মারা যেতে পারে। তাই রক্তদানের যেসব পার্শপ্রতিক্রিয়া তারও সুচিকিতা প্রয়োজন। আয়রন যাতে বেশি জমে না যায়, তার জন্য আয়রন চিলেশন করা দরকার হয়।

১) বিশেষজ্ঞ চিকিতকরা বলেন, এই রোগের বাহকদের একে অপরকে বিয়ে না করাই ভাল। সেই জন্য বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। এ নিয়ে সকলের মধ্যে সচেতনতা জরুরি। তবেই এই রোগকে অনেকটা দূরে সরিয়ে রাখা যায়।

২) যদি দু'জন থ্যালাসেমিয়ার বাহকের বিয়ে হয়েও যায়, সে ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের রক্ত পরীক্ষা করানো উচিত। গর্ভস্থ সন্তান থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত কি না, জানার জন্য কোরিয়োনিক ভিলাস স্যাম্পলিং, অ্যামনিওসেনটেসিস, ফিটাল ব্লাড স্যাম্পলিং- এই পরীক্ষাগুলো করা প্রয়োজন।

৩) পরিবারের একজন যদি থ্যালাসেমিয়ার বাহক হন, তবে বাকিদেরও রক্ত পরীক্ষা করানো উচিত।

৪) চিকিতকদের মতে, থ্যালাসেমিয়া মানেই জীবন শেষ হয়ে গেল, তা একেবারেই নয়। বরং নিয়মিত চিকিতা করালে সুন্দরভাবে বাঁচা সম্ভব। বিয়ে করে সংসারও করতে পারেন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীরা। বাচ্চা হওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যা নেই। তবে নিজেকেই নিজের যত্ন নিতে হবে। সঙ্গে একটু সচেতন হতে হবে, যাতে আর কোন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু না জন্মায়।

৫) থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের জন্য বেশি প্রচার দরকার। প্রয়োজন মানুষকে সচেতন করাও। তবেই হয়তো এই রোগ থেকে মুক্তি মিলবে।

আপনার সন্তানকে ফোন থেকে দূরে রাখতে যা যা করা প্রয়োজনীয় !

অনেক বাবা-মাই আজকাল সন্তানদের বায়না মেটাতে বা তাদেরকে শান্ত রাখতে হাতে স্মার্টফোন বা ট্যাব দেন। কিন্তু এটা সবারই জানা উচিত আজকের দিনে প্রযুক্তির মতো প্রয়োজনীয় অথচ ভয়াবহ জিনিস আর নেই। অথচ প্রযুক্তির দুষ্টচক্র থেকে কারও পালাবার পথ নেই। তবে সময় থাকতে সন্তানের গ্যাজেট ব্যবহারের সময়সীমা নির্ধারিত করে দেওয়া উচিত।

এজন্য কিছু বিষয় অনুসরণ করতে পানে। যেমন-

নিজেকে বদলান : ছোটরা সবচেয়ে বেশি শেখে বড়োদের দেখে। আপনি নিজেই যদি সর্বক্ষণ ল্যাপটপ বা ফোনে বাঁধা পড়ে থাকেন তাহলে আপনার সন্তানও তাই শিখবে। বরং সন্তানের সামনে বসে বই পড়ুন যাতে সে আপনাকে দেখে শেখে। ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনুন : আপনার সন্তান হয়তো দিনে তিন থেকে চার ঘণ্টা ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস ব্যবহার করে। তাকে। বকাঝকা বা মারধর করে সেটাকে কমিয়ে আনতে পারবেন না। বরং খুব বুদ্ধি করে আস্তে আস্তে সময়সীমা কমাতে থাকুন। নো-টেক জোন : নিজের বাড়িতে নো-টেক জোন তৈরি করুন। সন্তানকে বলুন ডাইনিং রুমে কোনও গ্যাজেটস থাকবে না। খাওয়ার টেবিলে ফোন নিয়ে বসবেন না। বরং প্রাণ খুলে আড্ডা দিন। নিজের ঘরে এবং সন্তানের ঘরে কোনও টিভি রাখবেন না।

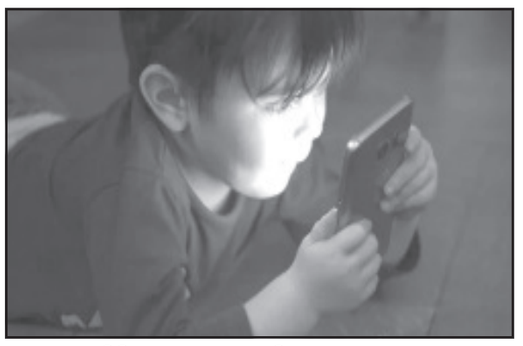

একসঙ্গে সময় কাটান : ঘরের মধ্যে বা বাইরে, যেখানেই হোক সন্তানের সঙ্গে সময় কাটান। তাকে গল্প শোনান বা তার কাছ থেকে গল্প শুনুন। তার সঙ্গে খেলা করুন, কুইজ করুন। প্রযুক্তি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার নয় : বাচ্চা কাঁদলে, বায়না বা জেদ করলে তার সামনে ফোন খুলে ধরবেন না। বরং তার সঙ্গে এমন কোনও খেলা খেলুন যেটা তার বুদ্ধির বিকাশে সাহায্য করবে। তাহলে তার আসক্তিও কমবে।

ঠাণ্ডায় এই ৫ খাবার খেলেই শুরু হবে মারাত্মক হাঁপানি

পরিবেশ দূষণের কারণেই বেড়েছে অ্যাজমা বা হাঁপানির সমস্যা। আজকাল নবজাতকরাও ভুগছে এই রোগে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে ২০১৯ সালে প্রায় ২ কোটি ৬২ লক্ষ মানুষ ভুগছিলেন অ্যাজমাতে। একবছরে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে চার কোটিতে। এমনকী অ্যাজমা -তে আক্রান্ত হয়ে বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও।

কোভিড ভাইরাসের প্রকোপ সবচাইতে বেশি পড়েছিল ফুসফুসেই। যাঁরা একবার কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদেরও ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কমেছে। আর তাই যাঁদের ঠাণ্ডা লাগলেই অ্যাজমার সমস্যা হয় তাঁদের প্রথম থেকেই সচেতন থাকতে হবে। ক্রমাগত কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে চাপ লাগা, দমবন্ধ হয়ে আসা, কাশতে কাশতে বুকে ব্যথা হয়ে গেলে আগেভাগেই সতর্ক থাকতে হবে। আর তাই ঠাণ্ডা জলে স্নান না করা, কানে ঠাণ্ডা না লাগানো এসব মেনে চলার পাশাপাশি খাবারেও আনতে হবে সীমাবদ্ধতা। কারণ কিছু খাবারও শ্বাসকষ্টের সমস্যার জন্য দায়ী। শীতে এই সব খাবার তাই ভুল করেও নয়-

আচার- শীতের দিনে আচার দিয়ে পরোটা খেতে মন্দ লাগে না। তবে হাঁপানির সমস্যা থাকলে আচার একেবারেই নয়। আচার যাতে বেশিদিন ভাল থাকে তার জন্য বেশি পরিমাণে সালফাইট মেশানো হয়। এই সালফাইট রক্তে মিশলে কাশি, হাঁপানির মত সমস্যা বেড়ে যায়।

আখরোট-পেস্তা- আখরোট, পেস্তার মত শুকনো ফল হাঁপানি রোগীদের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। এই সব ফলের মধ্যে অ্যালার্জেন থাকে, যা হাঁপানির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। আর তাই খাওয়ার আগে চিকিতকের পরামর্শ নিন।

রাজমা- রাজমার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট থাকে। আর এই কার্বোহাইড্রেট ভেঙে গেলে পেটে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস তৈরি হয়। গ্যাস হলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা আরও বাড়ে। তাই এমন কোনও খাবার খাবেন না যার থেকে গ্যাস হতে পারে। কড়াইশুটির কচুরি, ঘুগনি, ছোলার ডাল, রাজমা-চাউল এসব হাঁপানির রোগীদের এড়িয়ে চলতে হবে।

চা, কফি- দুধ দিয়ে বানানো চা আর কফিও হাঁপানির অন্যতম কারণ। অচিরিক্ত চা, কফিও তাই শরীরের জন্য মোটেও ভাল নয়। বেশ কিছু সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে চা, কফিতে স্যালিসিলেট থাকে যা হাঁপানির কারণ।

হাঁপানির সমস্যা থাকলে দুধের থেকে তৈরি কোনও খাবারও একেবারেই নয়। কারণ এতে অ্যালার্জির সমস্যা বাড়ে। দুধ, ছানা, পায়েস, মিষ্টি এসব একেবারেই নয় যদি অ্যাজমার সমস্যা থাকে।

হৃদরোগের ঝুঁকি থেকে বাঁচতে এড়িয়ে চলবেন যেসব খাবার

হৃদরোগ থেকে বাঁচতে সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখতে হবে খাবারের দিকে। বিভিন্ন খাবারের কারণে বাড়তে পারে হৃদরোগের ঝুঁকি। আমরা প্রতিদিন যেসব খাবার খাই সেগুলোর মধ্যে কোনো কোনো খাবার অজান্তেই ডেকে আনে হৃদরোগ। আর এই রোগের কারণে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই সুস্থ থাকার জন্য আপনাকে হতে হবে সচেতন।

চলুন জেনে নেওয়া যাক কোন খাবারগুলো হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে-

বাইরের খাবার

বাইরে থেকে যেসব মুখরোচক খাবার কিনে এনে খান তাতে প্রচুর লবণ, স্নেহজাতীয় পদার্থ, চিনি থাকে। ডুবো তেলে ভাজা খাবার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিকেন ফ্রাই এ ধরনের খাবার খেতে যতটা ভালোলাগুক না কেন, যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন। এগুলো আপনার জিহ্বাকে সন্তুষ্ট রাখলেও শরীরের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাড়ে উচ্চরক্তচাপ ও হৃদরোগের আশঙ্কা।

ফলের রসের সঙ্গে চিনি

স্বাস্থ্যকর পানীয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ফলের রস। এটি আমাদের শরীরের জন্য নানাভাবে উপকার বয়ে আনে। কিন্তু এর সঙ্গে যদি আপনি চিনি মিশিয়ে খেতে চান, তবে মুশকিল। বাড়িতে ফলের রস তৈরি করে খান। বাইরে থেকে কিনে খাওয়া বন্ধ করুন। বাড়িতে যেকোনো ফলের রসের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে খাওয়া বাদ দিন। এতে উপকারের বদলে অপকারই হয় বেশি। বাড়ে হৃদরোগের ঝুঁকি।

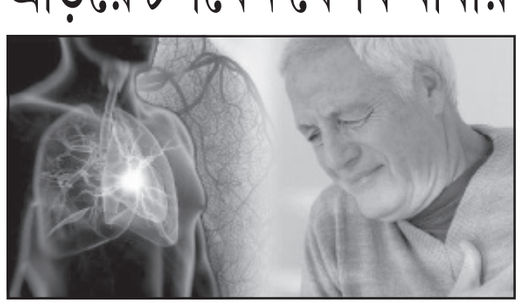

দানাশস্যের সঙ্গে শর্করা

আমাদের প্রতিদিনের খাবারে দানাশস্য থাকে। এটি খাওয়া ক্ষতিকর না হলেও এর সঙ্গে শর্করাজাতীয় খাবার বেশি খেলে দেখা দিতে পারে ইনফ্ল্যামেশন। সেখান থেকে বাড়ে হৃদরোগের ঝুঁকি। তাই শর্করা গ্রহণের ক্ষেত্রে হতে হবে সচেতন।

পটেটো চিপস

পটেটো চিপস খেতে কে না পছন্দ করে! তবে এই চিপসে ক্যালরি, সোডিয়াম, স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকে অনেক বেশি। তাই পটেটো চিপস খেতে অত্যন্ত লোভনীয় হলেও এটি হৃদযন্ত্রের জন্য মোটেও ভালো নয়। তাই হৃদরোগ থেকে বাঁচতে চাইলে পটেটো চিপস খাওয়ার অভ্যাস ছাড়ুন।

টমেটো কেচাপ

ভাজাভুজি ধরনের খাবার কি আর এমনি খেতে ভালোলাগে! সেজন্য সঙ্গে থাকা চাই পছন্দের কেচাপ। কিন্তু আপনি যদি কেচাপ বা সস বেশি খান তবে শরীরে সোডিয়াম পটাশিয়ামের ভারসাম্য ব্যহত হতে পারে। এর কারণ হলে টমেটো কেচাপে থাকে প্রচুর সোডিয়াম। তাই খেতে হলে অল্পস্বল্প খান, খুব বেশি কখনোই খাবেন না।

হোয়াইট ব্রেড

হোয়াইট ব্রেড অনেকেরই সকালের নাস্তায় থাকে। কিন্তু এটি খেলে বাড়ে লতা, হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসসহ আরও অনেক রোগের আশঙ্কা। কারণ এতে স্টার্চের পরিমাণ থাকে অনেক বেশি। এই ব্রেড খেলে হতে পারে গ্যাস, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অ্যাসিডিটির মতো সমস্যা। এটি সহজে পরিপাক হয়ে যায় বলে রক্তে শর্করার মাত্রাও দ্রুত বেড়ে যায়।

মেদ ঝরাতে জুড়ি নেই কফির, এছাড়া আপনার স্মৃতিশক্তিও বাড়ায়, বলছে গবেষণা

কফি বিশ্বের জনপ্রিয়তম পানীয়। কফি পছন্দ করে না এমন মানুষ খুবই কম। তবে পছন্দের তালিকায় শীর্ষে থাকা কফি নিয়ে অনেকের আছে ভুল ধারণা। অনেকেরই ধারণা, নিয়মিত কফি পান করলে ক্ষতি হতে পারে। তবে এই ধারণা ঠিক নয়। বরং কফি পান করলে উপকার পাওয়া যাবে। কফি স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। আলঝাইমার্স রোগ কমায়।

সাহায্য করে শরীরের বাড়তি মেদ ঝরাতে। ১ অক্টোবর বিশ্ব কফি দিবস। চলুন জানা যাক কফির কিছু উপকারী দিক।

গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যাফেইন প্রায় ৩ থেকে ১১ শতাংশ পর্যন্ত আমাদের মেটাবলিক রেট বা বিপাকের গতি বাড়ায়। ফলে অতিরিক্ত মেদ কমে অনেকটাই।

টাইপ টু ডায়াবেটিসে যারা আক্রান্ত তারা যদি নিয়মিত কফি পান করে তাহলে ২৩ থেকে ৫০ শতাংশের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে।

অনেকের ধারণা রয়েছে কফি খেলে লিভারের রোগ হয়। যদিও গবেষণায় দেখা যাচ্ছে সিরোসিস থেকে লিভারকে রক্ষা করে কফি। কফি মানবদেহে কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় অনেকটাই। নর এপিনেফ্রিন এবং ডোপামিন নিঃসরণ বাড়ায় যা নিউরনের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়। কফি সুনির্দিষ্টভাবে পান করলে পারকিনসন রোগও কমে যায় অনেকটাই। ৩২ থেকে ৬০ শতাংশ হ্রাস পায় এই রোগ। এছাড়া অবসাদ কমাতে কফি পান করলে অনেকটাই উপকার পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। নিয়ন্ত্রিত কফি পানে কমে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকিও।

শীতে জমজমাট পার্টি, পর পর বিয়েবাড়ি মানেই ওজন বাড়ার ভয়

শীত শুরু মানে পার্টি সিজন শুরু। বারবিকিউ পার্টি, ক্রিসমাস, বর্ষপূর্তির উৎসবে খাওয়াদাওয়া তো হবেই। আর শীতের মরসুম মানেই পিঠে, কেক তৈরি শুরু। তাছাড়া এই সময়ে একের পর এক বিয়েবাড়ি লেগেই থাকবে। এতে মন ভাল থাকলেও শরীরের উপর চাপ পড়ে বটে । টানা বাইরে খাওয়াদাওয়া করলে ওজন তো বাড়েই, সঙ্গে পেটও ভাল থাকে না।

এ সময়ে তাই চলতে হবে একটু বুঝেশুনে।

প্রথমেই আপনাকে একটা ব্যাপার মেনে নিতে হবে। নিজেকে বোঝান যে, সারা বছরের প্রতিটি দিনই সুস্থ থাকতে হবে। বছরের কয়েকটা দিন নতুন গুড়ের পায়েস, কেক, এক-আধ পাত্তর ওয়াইন, রোস্টেড চিকেন খেলে বিরাট মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। যদি গ্যাস-অম্বল-বুকজ্বালা-পেটভারের মতো সমস্যা হয় বা ব্রণ দেখা দেয়, তা হলে বুঝতে হবে যে খাওয়াদাওয়ায় রাশ টানার সময় হয়েছে। সেটা কীভাবে সম্ভব?

১) বিয়েবাড়ি যাওয়ার আগের দিন থেকে হাল্কা খাওয়াদাওয়া করুন। তার মানে পেট খালি রাখবেন, এমন নয়। কম ক্যালোরিযুক্ত খাবার খেয়ে পেট ভরানোর চেষ্টা করতে হবে। ২) সহজে হজম হবে, এমন খাবার খাওয়া জরুরি। বিশেষ করে সকালে আর দুপুরে বেশি করে সব্জি, ফল খান। ৩) এক বারে অনেকটা খাবার খাবেন না। বিয়েবাড়ির ভোজ হোক, বা এ সময়ে রোজের খাওয়াদাওয়া- কিছু ক্ষণ অন্তর অল্প করে খাবেন। অনেকটা কার্বোহাইড্রেট খাবেন না। প্রোটিন খান। মাছ, মাংস, পনির খান। কম মশলাদার খাবারগুলিই বেছে নিন। ৪) ঠিক যতটা বিরিয়ানি বা ফ্রায়েড রাইস পাতে তুললে মনে শান্তি পেতেন, তার চেয়ে একটু কম তুলুন। গোটা জলভরা সন্দেশ খাবেন না, অর্ধেকটা খান। ৫) দিনের শুরুতে এক কাপ উষ্ণ জলে অর্ধেকটা লেবুর রস মিশিয়ে খেয়ে দেখতে পারেন - তা আপনার পাচনতন্ত্রকে অ্যালকালাইজ করে, ফলে যে কোনও খাবারই হজম করতে সুবিধে হয়। ৬) এই মরসুমে জল খাওয়া বাড়িয়ে দিন। জল শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বার করে দিতে সাহায্য করে। পরপর কয়েক দিন পার্টিতে মদ্যপান কিংবা বাইরে গিয়ে মশলাদার খাবার খাওয়া হলেও শরীর সতেজ রাখতে বেশি করে জল খাওয়া জরুরি।

কঠিন নিয়ম মানতে হবে না

কয়েকটি সহজ নিয়ম মেনে চললে আপনি কিন্তু এই পার্টির মরশুমেও সুস্থ থাকতে পারবেন। হাঁটাচলার পরিমাণ বাড়ান। দিনের শুরুতে বা শেষে যখন হোক অন্তত আধ ঘণ্টা হাঁটা মাস্ট।

বাড়িতে যখন খাবেন, তখন একেবারে হালকা, পুষ্টিকর খাবার খান। স্যুপ-স্যালাডই যে খেতে হবে তার কোনও মানে নেই কিন্তু! ঝোল-ভাতেও সুস্থ থাকা যায়।

খাদ্যতালিকা থেকে কার্বোহাইড্রেট পুরোপুরি ছেঁটে ফেলাটা মোটেই কাজের কথা নয়। বিশেষ করে রাতেও অল্প কার্বোহাইড্রেট অবশ্যই খান, তা না হলে কিন্তু অ্যাসিডিটির সমস্যা বাড়বে।

একই সঙ্গে খাদ্য ও পানীয়, দুটোর মধ্যে দিয়েই যদি শরীরে প্রচুর ক্যালোরি প্রবেশ করে, তা হলে মুশকিলে পড়বেন। তাই শরবত, ককটেল, মকটেল থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন।

দু'মাস ব্যবহারের পরই নন-স্টিকের প্যান নষ্ট হয়ে যায় ? টোটকা শেয়ার করলেন মাস্টারশেফ

এখন বাঙালির রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে নন-স্টিকের বাসন। কম তেলে রান্নার জন্য এই ধরনের বাসনপত্রই এখন সবার পছন্দ। কিন্তু সমস্যা হল বেশিদিন টেকসই হয় না নন-স্টিকের ফ্রাইং প্যান কিংবা কড়াই। কিছুদিন ব্যবহারের পর থেকেই নন-স্টিকের ফ্রাইং প্যান নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, ব্যবহারের ভুলের জন্য বেশিদিন স্থায়ী হয় না নন-স্টিকের বাসন।

নন-স্টিকের বাসনপত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন সব ভুল এড়িয়ে চলবেন, তার টিপস শেয়ার করেছেন মাস্টারশেফ পঙ্কজ ভাদোরিয়া। নন-স্টিকের ফ্রাইং প্যান ব্যবহারের সময় যা কিছু মাথায় রেখে চলবেন- ১) নন-স্টিকের প্যান সরাসরি সাবান দিয়ে ধোবেন না। নন-স্টিকের প্যান কিছুক্ষণ গরম জল ফুটিয়ে নিন। এতে সামান্য লিক্যুইড সোপ দিয়ে রেখে দিন। পাঁচ থেকে সাত মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। এরপর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিন। ২) নন-স্টিকের প্যানে স্টিকের খুন্তি, চামচ ব্যবহারের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। এতে নন-স্টিকের প্যান বেশিদিন টেকসই হয় না। তাই নন-স্টিকের প্যানের ক্ষেত্রে সব সময় কাঠের খুন্তি বা চামচ ব্যবহার করবেন। আপনি চাইলে সিলিকনের তৈরি খুন্তি বা চামচও ব্যবহার করতে পারেন। ৩) নন-স্টিকের প্যানে কখনওই উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করবেন না। চেষ্টা করুন সব সময় কম আঁচে রেখে রান্না করতে। এতে নন-স্টিকের প্যানের ক্ষয় সহজেই এড়ানো যায়।

৪) রান্না হয়ে গেলেই ওই গরম নন-স্টিকের প্যানে সরাসরি ঠান্ডা জল ঢেলে দেন? এই ভুল একদম করবেন না। রান্না হয়ে গেলে আগে নন-স্টিকের প্যানকে ঘরের তাপমাত্রায় আসতে দিন। তারপর সেটা জল দিয়ে ধুয়ে নিন। গরম নন-স্টিকের প্যানের উপর ঠান্ডা জল দিয়ে বাসন দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। ৫) নন-স্টিকের বাসন ধোওয়ার জন্য সামান্য মাইল্ড সোপ এবং একটা স্পঞ্জই যথেষ্ট। বেশি ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করবেন না। ফ্রাইং প্যানে গরম জলে মাইল্ড লিক্যুইড সাবান দিয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। এর উপর স্পঞ্জ দিয়ে বুলিয়ে নিলেই নন-স্টিকের বাসন পরিষ্কার হয়ে যাবে। নন-স্টিকের বাসন ধোওয়ার জন্য স্ক্রাব কিংবা স্টিকের স্ক্রাবের প্রয়োজন নেই। যে কোনও ধরনের বাসন মাজার জালি এক্ষেত্রে এড়িয়ে চলুন।

কংগ্রেস তেলেঙ্গানার স্বপ্ন চুরমার করেছে, বিআরএস জনগণের বিশ্বাসের অপব্যবহার করেছে : প্রধানমন্ত্রী

জগতিয়াল, ১৮ মার্চ (হি.স.): কংগ্রেস ও ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-কে একযোগে সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, কংগ্রেস তেলেঙ্গানার স্বপ্ন চুরমার করেছে, বিআরএস জনগণের বিশ্বাসের অপব্যবহার করেছে। সোমবার তেলেঙ্গানার জগতিয়ালে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, তেলেঙ্গানা গঠনের পর ১০ বছর ধরে রাজ্যকে নির্মমভাবে লুট করেছে বিআরএস। আর কংগ্রেস তেলেঙ্গানাকে নিজস্ব "ব্যক্তিগত এটিএম" বানিয়েছে।

পরিবারতন্ত্র প্রসঙ্গে কংগ্রেস ও বিআরএস-কে আক্রমণ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, পরিবারবাদদের পুরো ইতিহাস দেখে নিন। দেশে যত বড় কেলেঙ্কারি হয়েছে, তার নেপথ্যে কোনও না কোনও পরিবারতান্ত্রিক দল পাওয়া যাবে। তেলেঙ্গানা এখন দেখছে, বিআরএস এবং কংগ্রেস অপরাধের অংশীদার। বিআরএস-এর কেলেঙ্কারির নিন্দা করে না কংগ্রেস। তাঁরা কালেশ্বরম প্রকল্প সম্পর্কে বিআরএস-কে প্রশ্নও করে না।' প্রধানমন্ত্রী মোদী যোগ করেছেন, 'আমি তেলেঙ্গানার জনগণকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, যারা আপনাদের প্রতারণা করেছে তাদের রেহাই দেওয়া হবে না। পরিবারবাদী দলগুলি শুধুমাত্র সুবিধার জন্য সরকার গঠন করতে চায়, জনগণের উন্নতির জন্য নয়। সেটা হোক ২জি কেলেঙ্কারি, ন্যাশনাল হেরাল্ড কেলেঙ্কারি, বোফর্স কেলেঙ্কারি অথবা পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি... প্রতিটি বড় কেলেঙ্কারির পিছনে একটি পরিবারবাদী দল থাকে।'

রাজস্থানের রেল দুর্ঘটনায় ৩ সদস্যের কমিটি গঠন: ভগীরথ চৌধুরী

আজমের, ১৮ মার্চ (হি. স.): রাজস্থানের আজমেরের কাছে ট্রেন দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন আজমেরের বিজেপি সাংসদ ভগীরথ চৌধুরী। তিনি বলেন, রবিবার রাত ১টা নাগাদ একটা মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। একদিকে যাত্রীবাহী ট্রেন ছিল, রেললাইনের অন্যপ্রান্তে ছিল মালগাড়ি। আমরা ৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছি। তাঁরা রেল দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করবেন।

উল্লেখ্য, রাজস্থানের আজমেরে রবিবার গভীর রাতে সবরমতী-আগ্রা সুপারফাস্ট ট্রেনের সঙ্গে একটি মালবাহী ট্রেনের ধাক্কা লাগে। লাইনচ্যুত হয়ে যায় সবরমতী-আগ্রা সুপারফাস্ট ট্রেনের ৪টি বগি। উত্তর-পশ্চিম রেলের সিপিআরও শশী কিরণ জানিয়েছেন, ১২৫৪৮ সুপারফাস্ট ট্রেনটি সবরমতী থেকে আগ্রার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। মধ্যরাতে মাদার রেল স্টেশনের কাছে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। ৪টি বগি ও ইঞ্জিন বেলাইন হয়ে যায়। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণহানির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে, কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জনগণের আশীর্বাদে দিল্লির ৭টি লোকসভা আসনের সবকটিতেই জিতবে বিজেপি : বীরেন্দ্র সচদেবা

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.): দিল্লির জনগণের আশীর্বাদে আমরা দিল্লির ৭টি লোকসভা আসনের সবকটিতেই জিতব, সোমবার এই দাবি করলেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা। সোমবার দিল্লিতে আসন্ন লোকসভা ভোটের ৭ জন বিজেপি প্রার্থী মিলে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা বলেন, দিল্লির জনগণের আশীর্বাদে আমরা দিল্লির ৭টি লোকসভা আসনের সবকটিতেই জিতব। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বারের জন্য আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন। বীরেন্দ্র সচদেবা এদিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী করার যে সংকল্প আমরা নিয়েছি, তা আমরা পূরণ করবো।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৬ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে ৮৬ ডলার এবং ডব্লিটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮২ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। তবে, সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি শনিবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা, ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে উপলব্ধ।

আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের শেষ ব্যবসায়িক দিনে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.৩০ বা ০.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৫.৫৪ ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.৩৫ ডলার বা ০.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ৮১.৩৯ ডলারে লেনদেন করছে। উল্লেখ্য, যাতায়াত মানুষকে স্বস্তি দিতে গিয়ে গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ২ টাকা কমিয়েছে। একই সময়ে, রাজস্থানে পেট্রোল এবং ডিজেলের দামের উপর ভ্যাট কমানোর কারণে পেট্রোল ৫.৩০ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৪.৮৫ টাকা কম হয়েছে।

পুরুষের খৎনা পরীক্ষা নিয়ে সাগরিকা আর তথাগতর পারস্পরিক তোপ

কলকাতা, ১৮ মার্চ, (হি.স.): পুরুষের খৎনা পরীক্ষা নিয়ে রাজ্যসভায় তৃণমূলের সদস্য সাগরিকা ঘোষ আর প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় পরস্পরকে তোপ দাগলেন।

সোমবার তথাগত রায় এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "কী শালীনতা, কী বিনয়! পুরুষের খৎনা করা হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করা বড় কথা! সিএএ-তে সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের নাগরিকত্ব প্রদান থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। তাই সন্দেহের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষাটি পুরোপুরিভাবে করা যায়। অনেক বছর আগে যখন আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন সমস্ত পুরুষদের একটি মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়েছিল। এর মধ্যে একজন পুরুষ ডাক্তারের সামনে পোষাক খোলা অন্তর্ভুক্ত ছিল! খৎনা করা হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য নয়, তবে হাইড্রোসিল আছে কিনা, তা দেখার জন্য। কেউ কখনও আপত্তি করেনি! এখন কেন?

অন্যদিকে, রাজ্যসভায় তৃণমূলের সদস্য সাগরিকা ঘোষ এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "একজন প্রাক্তন রাজ্যপাল এখন খৎনা পরীক্ষা করে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব পরীক্ষা করতে বলছেন? মিঃ রায়ের ধর্মান্ধতা নিষ্ঠুর, নির্লজ্জ এবং নির্লজ্জ।"

৬ রাজ্যে স্বরাষ্ট্র সচিবকে অপসারণের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের, সরছেন পশ্চিমবঙ্গের ডিজিপিও

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.): গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড, এই ৬ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবকে অপসারণের নির্দেশ জারি করল নির্বাচন কমিশন।

পাশাপাশি মিজোরাম ও হিমাচল প্রদেশের সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগের সচিবকেও অপসারণের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজিপি)-কেও অপসারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজিপি রাজীব কুমারকে সরানোর নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই পদে নতুন নিয়োগের জন্য বিকেল ৫টার মধ্যে রাজ্য সরকারকে তিনটি নাম পাঠাতে বলেছে নির্বাচন কমিশন। পাশাপাশি, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের স্বরাষ্ট্র সচিবকেও অপসারণের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

মিজোরাম, হিমাচল প্রদেশের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্টের সচিবকেও সরানোর নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

পণ্ডিত কুঞ্জিলাল দুবে এবং কর্নেল গুরবক্স সিং ধিলোনকে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মোহন যাদবের

ভোপাল, ১৮ মার্চ (হি.স.) : পণ্ডিত কুঞ্জিলাল দুবে এবং কর্নেল গুরবক্স সিং ধিলোনকে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। সোমবার মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার প্রথম অধ্যক্ষ, পণ্ডিত কুঞ্জিলাল দুবে এবং মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্নেল পদ্মভূষণ গুরবক্স সিং ধিলোনের জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব মহান ব্যক্তিদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী যাদব পণ্ডিত কুঞ্জিলাল দুবেকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন, 'আমি স্বাধীনতা সংগ্রামী, মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার প্রথম অধ্যক্ষ পণ্ডিত কুঞ্জিলাল দুবেকে শ্রদ্ধা জানাই।

মধ্যপ্রদেশের সংসদীয় ব্যবস্থার দৃঢ় ও শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপনে আপনার অবদান অতুলনীয়। সমাজসেবা, গ্রামবাসীর উন্নতি এবং সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নের জন্য আপনার সমস্ত প্রচেষ্টা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করব। অন্য একটি বার্তায় যাদব কর্নেল গুরবক্স সিংকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন, আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের নিবেদিতপ্রাণ সামরিক অফিসার পদ্মভূষণ কর্নেল গুরবক্স সিং ধিলোনজিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই।

ভারতমাতাকে স্বাধীনতা দিতে আপনার চেষ্টা এবং সাহসিকতার জন্য দেশবাসী চিরকাল কৃতজ্ঞ এবং ঋণী থাকবে।

গার্ডেনরিচে মৃত বেড়ে ৪

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.) : গার্ডেনরিচে নির্মীয়মান বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪। বেসরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ৫।

প্রাথমিকভাবে ২ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছিল। সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। মৃতদের মধ্যে দুজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে জানা যায়, আগেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল। বাকি দু'জনের চিকিৎসা এসএসকেএম হাসপাতালে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

এই ঘটনায় প্রথম প্রায় ২২ জন আটকে ছিল। এখনও পর্যন্ত মোট ১৩-১৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে খবর। শেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনও ৪ জন আটকে রয়েছেন ধ্বংসস্তূপের নীচে। এদিকে পুলিশ সূত্রে ৪ জনের মৃত্যুর কথা জানানো হয়েছে। তারা হলেন সামা বেগম (৪৭), হাসিনা খাতুন (৫৫), আকবর আলি (৬০), রিজওয়ান আলম (২২)। এঁদের মধ্যে শামা এবং হাসিনা দুই বোন।

টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের আত্মহত্যার চেষ্টা! ব্রেক কষে প্রৌঢ়কে প্রাণে বাঁচালেন চালক

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.): মেট্রো চালকের তৎপরতায় প্রাণে বেঁচে গেলেন এক পৌঢ়। সোমবার টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের কাছে মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন প্রবীণ এক পৌঢ়। দেখেই ট্রেন থামিয়ে দেন মেট্রোচালক। তাঁর এবং মেট্রো কর্মীদের তৎপরতায় ওই ব্যক্তির প্রাণ বাঁচল। কলকাতার মহানায়ক উত্তমকুমার মেট্রো স্টেশনে সোমবার সকালের ঘটনা। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সোমবার সকাল ১১টা ৩ মিনিট নাগাদ টালিগঞ্জের মহানায়ক উত্তমকুমার মেট্রো স্টেশনের ডাউন প্ল্যাটফর্মে ঝাঁপ দেন ৫৮ বছরের ওই প্রবীণ। তখন স্টেশনে ঢুকছিল মেট্রো।

পৌঢ়কে লাইনে পড়ে থাকতে দেখে চালক থামিয়ে দেন ট্রেন। রেল সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) এবং স্টেশনের কর্মী দ্রুত লাইন থেকে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। প্রথমে তাঁকে স্টেশন সুপারের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। লাইনে পড়ে যাওয়ার কারণে অল্প চোট পেয়েছেন ওই ব্যক্তি। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বেলা ১১টা ৫৫ মিনিট নাগাদ এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বেলা ১১টা ৩৫ মিনিটে রিজেন্ট পার্ক থানায় খবর দেওয়া হয়েছে মেট্রোর তরফে।

গার্ডেনরিচ-কাণ্ডে ববি-ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলরকে গ্রেফতারের দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.) : গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় ফিরহাদ হাকিমের ঘনিষ্ঠ স্থানীয় কাউন্সিলর শাম ইকবালকে গ্রেফতারের দাবি জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সোমবার সকালে এ ব্যাপারে দীর্ঘ টুইট করেছেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, গার্ডেনরিচ হল মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দুর্গ। সেখানে এই ধরণের অন্তত ৮০০ বহুতল তৈরি হয়েছে। মেয়রের নিজের এলাকায় এরকম বেআইনি ভাবে বহুতলের নির্মাণ হচ্ছে, আর তিনি জানতেন না? এও হতে পারে? গার্ডেনরিচে নির্মীয়মান বহুতল ভেঙে পড়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন ঘটনাস্থলে যান। আহতদের দেখতে হাসপাতালেও যান তিনি। ঘটনাস্থলে যান মেয়র ফিরহাদ হাকিমও।

মেয়র সাংবাদিকদের বলেন, "নির্মীয়মান ওই বহুতলের নকশা থাকতে পারে না। এত সরু গলির মধ্যে এত বড় বাড়ি হতে পারে না। যাঁরা এটা করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে"। মেয়রের কথায়, "আহতরা সকলে পাশে টালির বাড়িতে থাকতেন। এক জনের পাপের জন্য অন্য জন শাস্তি পাচ্ছে"।

মেয়রের কথার সূত্র ধরে শুভেন্দু বলেন, যাঁদের জন্য এতগুলো মানুষের প্রাণ বিপন্ন হল, তাঁরাই দেখছি এখন ঘটনাস্থলে গিয়ে ত্রাতা সেজে ছিলেন। শুভেন্দুবাবু যে টুইট করেছেন, তাতে ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শাম ইকবালের ছবিও রয়েছে।

শুভেন্দুবাবুর দাবি, গোটা ঘটনার নেপথ্যে স্থানীয় কাউন্সিলর, প্রোমোটার, এলাকার পুলিশের যোগসাজস রয়েছে। নইলে এ ধরণের বেআইনি নির্মাণ হতে পারে না। শাম ইকবাল ও প্রোমোটারকে এক্ষুণি গ্রেফতার করা উচিত।

ইডির কার্যালয়ে হেমন্ত সোরেনের সংবাদ উপদেষ্টা

রাঁচি, ১৮ মার্চ (হি.স.) : সোমবার হেমন্ত সোরেনের সংবাদ উপদেষ্টাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করেছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের আধিকারিকরা। ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সংবাদ উপদেষ্টা অভিষেক প্রসাদ ওরফে পিন্টু সোমবার এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের কার্যালয়ে হাজিরা দিয়েছেন।

জমি কেলেঙ্কারি এবং অবৈধ খনি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের আধিকারিকরা ৩ জানুয়ারি সকালে অভিষেক এবং আরও অনেকের ঠিকানায় অভিযান চালিয়েছিল। যেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। সেইসব তথ্যের ভিত্তিতে এদিন জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে বিজেপিতে যোগ ৬৫ জন কংগ্রেস নেতার

ভোপাল, ১৮ মার্চ (হি. স.): লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে মধ্যপ্রদেশে বড়সড় ধাক্কা খেল কংগ্রেস। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সৈয়দ জাফর সোমবার কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন। এছাড়া আরও ৬৪ জন কংগ্রেস নেতা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

সৈয়দ জাফর মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পাশাপাশি মিডিয়া প্যানেলিস্টও ছিলেন। সোমবার মধ্যপ্রদেশ বিজেপি দফতরে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এবং মধ্যপ্রদেশ বিজেপির সভাপতি ভিডি শর্মার উপস্থিতিতে জাফর বিজেপিতে যোগ দেন। সৈয়দ জাফরের পাশাপাশি দামোহ, পান্না-সহ অন্যান্য এলাকা থেকে ৬৪ জন কংগ্রেস নেতাও বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বলেন, 'বিজেপির ঢেউ চলছে দেশজুড়ে।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাজে মুগ্ধ হয়ে সৈয়দ জাফর বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।'

নদিয়ায় ধৃত ৯ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর পুলিশ হেফাজত

নদিয়া, ১৮ মার্চ (হি.স.) : সীমান্ত এলাকার হাঁসখালির অঞ্চলের গাড়াপোতা এলাকা থেকে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে আসার অভিযোগে একদল বাংলাদেশিকে রবিবার গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশ। সোমবার আদালতে তোলা হলে ধৃতদের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

নদিয়া জেলার অনেকটা জুড়ে রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, গাড়াপোতা এলাকায় হানা দেয় পুলিশ। অভিযান চালাতেই বিশেষ সাফল্য পায় হাঁসখালি থানা পুলিশ।

ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালায় পুলিশ। তাঁরা কীভাবে এ দেশে এলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যই বা কী, সব কিছুই খতিয়ে দেখছে হাঁসখালি থানা। জানা গিয়েছে, ধৃতদের দলে রয়েছে তিনজন মহিলা ও ছয় জন পুরুষ।

বারসানায় মন্দিরের রেলিং ভেঙে আহত ২২ পুণ্যার্থী

বারসানা, ১৮ মার্চ (হি. স.): মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন পুণ্যার্থীরা। সেখানেই ঘটে গেল বিপত্তি। মন্দিরের রেলিং ভেঙে আহত হলেন অন্তত ২২ জন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে বেশিরভাগই আঘাত পেয়েছেন বুকে। রবিবার সন্ধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের বারসানায় রাধারানি মন্দিরে।

জানা গেছে, রবিবার সন্ধ্যে উত্তর প্রদেশের বারসানায় রাধারানি মন্দিরে দোলের আগে পুজো দিতে গিয়েছিলেন দর্শনার্থীরা। পুজোর পর দর্শনার্থীদের মধ্যে লাড্ডু বিতরণ হচ্ছিল। সেই সময়েই হুড়োহুড়ি-ভিড়ের চাপে আচমকা ভেঙে পড়ে রেলিংয়ের একাংশ। তাতে ২২ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাঁদের তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে সওয়াল তথাগতর

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.) : ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে সওয়াল করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

সোমবার এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, "'বাঙালি' বলে কিছু নেই। আছে শুধু বাঙালি হিন্দু আর বাঙালি মুসলমান। পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশে বাঙালি মুসলমানরা যেভাবে বাঙালী হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছে তার তুলনা বিশ্বে খুব কমই আছে। এর মানে এই নয় যে দুটি গোষ্ঠী একে অপরের সাথে লড়াই করবে। যাই হোক, এটা বুঝতে হবে যে তাদের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন। সেই 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভণ্ডামি, যদি না ঝেড়ে ফেলা হয়, তা হবে বাঙালি হিন্দুদের সর্বনাশ।"

মেঘলা আকাশ; মনোরম আবহাওয়া, বৃষ্টিতে ভিজল দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.): গরমের গুমোটভাবে থেকে কিছুটা হলেও, স্বস্তি পেল মহানগরী তিলোত্তমা। সোমবার সকাল থেকে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। সপ্তাহের শুরুতে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিও হয়েছে, কোথাও হালকা তো কোথাও আবার মোটামুটি ভালোই বৃষ্টি হয়েছে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি।

এদিন সকাল থেকেই কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। কলকাতা লাগোয়া দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি হয়েছে হাওড়া জেলাতেও। কোথাও হালকা, কোথাও আবার বেশ ভালই বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির সৌজন্যে মনোরম হয়ে উঠেছে আবহাওয়া।

ঘোষিত হল আইপিএলের ১২৭ সদস্যের সবচেয়ে বড় স্কোয়াড

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.) : কাউন্টডাউন শেষ পর্যায়ে। আগামী ২২ মার্চ থেকে শুরু আইপিএলের ১৭তম আসর। অংশগ্রহণকারী ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি চালাচ্ছে। প্রতিযোগিতা শুরুর চারদিন আগে ঘোষণা করা হয়েছে আসরের সবচেয়ে বড় স্কোয়াড। যেখানের সদস্য সংখ্যা হয়েছে ১২৭ জন।

আসলে এটি হলো আইপিএলের ম্যাচগুলো যারা বিভিন্ন ভাষায় ধারা বিবরণী দেবেন তাদের। আইপিএলের এবারের আসর ইংরেজি, হিন্দি ছাড়াও সম্প্রচার হবে বাংলা, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মরাঠী, মালয়ালম এবং গুজরাটি ভাষায়। তাই আইপিএলের সম্প্রচারকারী চ্যানেল ধারাভাষ্যকারদের নাম জানান হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ধারাভাষ্যকার হিসেবে ৬ জন বিদেশিকে রাখা হয়েছে। এঁরা হলেন স্টিভ স্মিথ, স্টুয়ার্ট ব্রড, ডেল স্টেইন, জ্যাক কালিস, টম মুডি ও পল কলিংউড।

এছাড়া ভারতে সম্প্রচারে ইংরেজিতে ধারাভাষ্য দেবেন ২৬ জন। তারা হলেন সুনীল গাভাস্কার, রবি শাস্ত্রী, ব্র্যায়ান লারা, ম্যাথিউ হেইডেন, কেভিন পিটারসন, মাইকেল ক্লার্ক, সঞ্জয় মাঞ্জরেকার, অ্যারন ফিঞ্চ, ইয়ান বিশপ, নিক নাইট, সাইমন ক্যাটিচ, ড্যানি মরিসন, ক্রিস মরিস, স্যামুয়েল বদ্রি, কেটি মার্টিন, গ্রাহাম সোয়ান, দীপ দাশগুপ্ত, হার্শা ভোগলে, মপুমালোলো মাঙ্গওয়া, আঞ্জুম চোপড়া, মুরালি কার্তিক, ডব্লিউভি রমন, নাটালি জার্মেন্স, ড্যারেন গঙ্গা, মার্ক হোয়ার্ড এবং রোহান গাভাস্কার।

হিন্দি ধারাভাষ্যকার হিসাবে রাখা হয়েছে হরভজন সিং, ইরফান পাঠান, অম্বাতি রাইডু, রবি শাস্ত্রী, সুনীল গাভাস্কার, বরুণ অ্যারন, মিতালি রাজ, মুহম্মদ কাইফ, সঞ্জয় মাঞ্জরেকার, ইমরান তাহির, ওয়াসিম জাফর, গুরকিরত মান, উন্মুক্ত চাঁদ, বিবেক রাজদান, রজত ভাটিয়া, দীপ দাশগুপ্ত, রমন ভানোত, পদ্মজিৎ শেহরাওয়াত এবং যতীন সাপরু।

বাংলা ধারাভাষ্যকার হিসাবে রয়েছেন ৬ জন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার অশোক ডিন্ডা, অভিষেক ঝুনঝুনওয়ালা, গৌতম ভট্টাচার্য, সঞ্জয় ব্যানার্জি ও অর্ঘ্য ভট্টাচার্য।

এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে ১৬ জন, তামিল ভাষায় ১৩ জন, তেলেগু ভাষায় ১৪ জন, কন্নড় ভাষায় ১৩ জন, মারাঠি ভাষায় ৫ জন, মালয়ালম ভাষায় ৫ জন ও গুজরাটি ভাষায় ৫ জন নিযুক্ত পেয়েছেন।

এফএ কাপ : রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ, লিভারপুলকে হারিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সেমিফাইনালে

ম্যানচেস্টার, ১৮ মার্চ (হি.স.) : রবিবার রাতে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে—এ ইংলিশ ফুটবলের দুই জনপ্রিয় দল লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের এক রোমাঞ্চকর ম্যাচ দেখল দর্শকরা। ঘরের মাঠে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড প্রথম থেকেই লিভারপুলের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ম্যাচের দশম মিনিটেই ম্যাকটোমিন গোল করে এগিয়ে দেন ইউনাইটেডকে। এরপর প্রথমার্ধ শেষ দিকে দুই গোল করে ম্যাচে এগিয়ে যায় অল রেডরা। ৪৪ মিনিটে ম্যাক অ্যালিস্টার আর প্রথমার্ধের বাড়ানো সময়ে সালাহ গোল করেন। এরপর দ্বিতীয় হাফের ৮৭ মিনিটে দলের হয়ে দ্বিতীয় গোল করে ইউনাইটেডকে সমতায় ফেরান অ্যান্টনি। এই ২-২ গোলের সমতায় শেষ হয় নির্ধারিত সময়ের খেলা। তবে ম্যাচের সব রোমাঞ্চ অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয় অর্ধে। ১০৫ মিনিটে গোল করে লিভারপুলকে আবার এগিয়ে দেন এলিওট। জয় নিয়ে মাঠ ছাড়বে লিভারপুল যখন এমনটাই মনে হচ্ছিল ঠিক সেই সময় অর্থাৎ ১১২ মিনিটে আবারও সমতায় ফেরে ম্যানইউ।

পূর্ণ চন্দ্র রাউত যোগ দিলেন বিজেপিতে, স্বাগত জানালেন সাংসদ জুয়াল ওরাম

ভুবনেশ্বর, ১৮ মার্চ (হি.স.) : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপিতে যোগদানের পালা অব্যাহত। এবার বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন বিজেডি পৌরসভার চেয়ারম্যান পূর্ণ চন্দ্র রাউত। সোমবার ভুবনেশ্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন পূর্ণ চন্দ্র রাউত। তাঁকে পদ্মশিবিরে স্বাগত জানিয়েছেন বিজেপি সাংসদ জুয়াল ওরাম।

পূর্ণ চন্দ্র রাউতকে বিজেপি পরিবারে স্বাগত জানিয়ে বিজেপি সাংসদ জুয়াল ওরাম বলেছেন, 'বোঝাই যাচ্ছে মানুষজন বিজেপি দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাঁরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিশ্বাস করেন। তাই অনেক মানুষ বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন এবং আমরা তাঁদের স্বাগত জানাচ্ছি।'

নির্বাচনী অনুদান কারা দিয়েছে জানে না তৃণমূল, জেডিইউ

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি. স.): লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে গলার কাঁটার মতো বিঁধছে নির্বাচনী বন্ডের তথ্য প্রকাশ্যে আসা। রবিবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জমা দেওয়া মুখবন্ধ খামের তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। আর তাতেই অস্বস্তি বেড়েছে তৃণমূল এবং জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ)-এর। ২০১৮-১৯ সালের নির্বাচনী বন্ড প্রকাশের সময় উভয় দলই ব্যাখ্যা দিয়েছিল যে, কিছু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তাদের অনুদান দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস বলেছে যে, কলকাতায় তাঁদের অফিসে কেউ নির্বাচনী বন্ড সিল করে রেখে গিয়েছিল, তাই বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানেন না। আর নীতীশ কুমারের দল জেডিইউ বলেছে যে, তাদের দলও জানে না যে পাটনা অফিসে নির্বাচনী বন্ড কে রেখেছিল।

জম্মু ও কাশ্মীরে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক, তা বিজেপি চায় না : ওমর আব্দুল্লাহ

কুলগাম, ১৮ মার্চ (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক, তা বিজেপি চায় না। বললেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা জম্মু ও কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্সের সহ-সভাপতি ওমর আব্দুল্লাহ। সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'আমরা চেয়েছিলাম উভয় নির্বাচন (লোকসভা এবং জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচন) একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হোক, কিন্তু তা হবে না।'

এরপর ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন,

পরিবারবাদ থেকে বেরোতেই পারবে না কংগ্রেস : গিরিরাজ সিং

পাটনা, ১৮ মার্চ (হি.স.) : কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। সোমবার কংগ্রেসকে আক্রমণ করে গিরিরাজ সিং বলেছেন, 'পরিবারবাদ থেকে বেরোতেই পারবে না কংগ্রেস।' আসলে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ করতে এই মন্তব্য করেছেন গিরিরাজ সিং। রাহুল গান্ধীর "শক্তি" মন্তব্য প্রসঙ্গে গিরিরাজ সিং বলেছেন, 'এমনটাই

তামিলনাড়ু, পুদুচেরির ৪০টি আসন আইএনডিআই জোটই জিতবে : তিরুচি শিবা

তামিলনাড়ু, ১৮ মার্চ (হি.স.) : তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির সমস্ত ৪০টি আসন আমাদের জোটই জিতবে, সোমবার এই মন্তব্য করেন ডিএমকে সাংসদ তিরুচি শিবা।

তিনি সোমবার তামিলনাড়ুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'ডিএমকে ইতিমধ্যেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রচারের উদ্দেশে মাঠে নেমেছে। আমরা কাজ করছি এবং প্রচার চালাচ্ছি। অনেক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা নিশ্চিত যে তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির ৪০টি আসন আমাদের জোট 'আইএনডিআই' জিতবে।'

উৎসবে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু গতকাল উদয়পুর মহকুমার বাগমা খামারবাড়িস্থিত আমা সঙ্গত্র আশ্রমে সঙ্গত্র উৎসব ও মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

মেলা উদ্বোধন করে রাজ্যপাল বলেন, আমা সঙ্গত্র আশ্রমের প্রতি মানুষের ভক্তি ও আস্থা রয়েছে বলেই প্রতি বছর বৃহৎ পরিসরে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন, এই ধরণের উৎসবে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সঙ্গত্র আশ্রমের ড্রয়িং এবং ডাইনিং হল নির্মাণের জন্য রাজ্যপাল তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সচিব ইউ কে চাকমা, আমা সঙ্গত্র আশ্রমের পুরোহিত শান্তি মোহন জমাতিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন আমা সঙ্গত্র আশ্রম সঙ্ঘের সভাপতি সূর্যোদয় জমাতিয়া।

ভোটার

● আটের পাতার পর

এদিকে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় মোট ভোটার রয়েছেন ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫৪৯ জন। তারমধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৭১ জন এবং মহিলা ভোটার ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ১৭৮ জন। জেলায় ভোটকেন্দ্র রয়েছে ৩৯৯টি। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল এই তথ্য জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা পুলিশ সুপার অশোক কুমার সিনহা উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক জানান, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৩৪-রাজনগর (এসসি), ৩৫-বিলোনীয়া এবং ৩৬-শান্তিরবাজার (এসটি) এই ৩টি বিধানসভা কেন্দ্র পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। ৩৭-ঋষ্যমুখ, ৩৮-জোলাইবাড়ি (এসটি), ৩৯-মনু (এসটি) এবং ৪০-সাবম এই ৪টি বিধানসভা কেন্দ্র পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। এই জেলায় সবথেকে বেশি ভোটার রয়েছে ৩৬-শান্তিরবাজার (এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রে ভোটার রয়েছেন ৫০,৯৯৪ জন। সবথেকে কম ভোটার রয়েছেন ৩৫-বিলোনীয়া বিধানসভা কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা ৪৫, ০০৯ জন। জেলায় সবথেকে কম ভোটার রয়েছেন শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের ৬৪ নং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে। আকাংমাবাড়ি জেবি স্কুলে এই ভোটকেন্দ্রে ভোটার ২২৮ জন। সবথেকে বেশি ভোটার রয়েছেন সাবম বিধানসভা কেন্দ্রের ৫০ নং ভোটগ্রহণ কেন্দ্র লুধুয়া হাইস্কুলে (পূর্ব / পশ্চিম)। এই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটার রয়েছেন ১৩৭৮ জন। তিনি জানান, জেলায় দিব্যাঙ্গ ভোটার রয়েছেন ২৮১৮ জন এবং ৮৫ বছরের উর্ধে ভোটার রয়েছেন ২৩১৬ জন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক জানান, সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র ছাড়াও আরও ১২টি নির্বাচন কমিশন কর্তক স্বীকৃত পরিচয়পত্র দেখিয়ে ভোটারগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এবার লোকসভা নির্বাচনে মডেল পোলিং স্টেশন করা হবে ১৪টি। মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র হবে ১৭টি। দিব্যাঙ্গজন পরিচালিত ৭টি এবং যুবকদের দ্বারা পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থাকবে ৭টি। জেলাশাসক জানিয়েছেন, নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনও তথ্য ও অভিযোগ টোল ফ্রি হেল্প লাইন নম্বরে জানানো যাবে। হেল্প লাইন নম্বরটি হলো ১৯৫০। যোগাযোগ করার জন্য নম্বর হলো ০৩৮২৩-২২৪২৪০ এবং হোয়াটস অ্যাপ নম্বর হলো ৮১১৪৮৮৩১৩৬। জেলা পুলিশ সুপার শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য আরক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কেও সাংবাদিক সম্মেলনে সবাইকে অবহিত করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সুব্রত রিয়াং, অতিরিক্ত জেলাশাসক (পিপি) হেমেন্দ্র দেববর্মা এবং নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত অন্যান্য আধিকারিকগণ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শান্তিপূর্ণ

● প্রথম পাতার পর

নিজের আশেপাশে দেখলে ৭৬২৮৯০৬০৫৮ এই নম্বরে জানানোর জন্যও বলা হয়েছে। মূলত শান্তিপূর্ণভাবে লোকসভা নির্বাচন সম্পন্ন করতেই এই ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন প্রশাসন।

এদিকে, ভারতের নির্বাচন কমিশন কতৃক আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হয়েছে। ঘোষিত দিনক্ষণ অনুযায়ী আগামী ১৯ শে এপ্রিল ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে এবং ২৬শে এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনকে সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য ইতিমধ্যে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এবং রাজ্যে ইতিমধ্যে ব্যাপক সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী অবস্থান করছে। রাজ্যের বিভিন্ন থানা এলাকাগুলোর মধ্যে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীসহ টহল জারি রয়েছে, এরকমই এক ছবি পরিলক্ষিত হয়েছে কল্যাণপুর থানা এলাকাতে।

আজ কল্যাণপুর থানা এলাকার কল্যাণপুর থেকে ঘুংরাই ছড়া পর্যন্ত পুলিশের তরফ থেকে বিশেষ টহল দেওয়া হয়েছে।

এই পর্বে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পি সুদন্বিকা আর, কল্যাণপুর থানার ওসি ইন্সপেক্টর তাপস মালাকার প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। এই বিষয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশ আধিকারিক ইন্সপেক্টর তাপস মালাকার দাবি করেছেন আগামী দিনে মানুষ যাতে করে নিশ্চিন্তে এবং নির্ভীক চিত্ত নিয়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে এবং সার্বিকভাবে যাতে এলাকার পরিবেশ শান্তিপূর্ণ থাকে তার জন্যই পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী সবাই মিলিতভাবে প্রস্তুত রয়েছে। আর এই বার্তা টুকু মানুষের কাছে প্রতিনিয়ত পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই প্রকারের বিশেষ টহল বলে ওসি ইন্সপেক্টর তাপস মালাকার দাবি করেছেন।

অন্যদিকে, গোটা দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই নির্বাচনের দিনক্ষন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় পুলিশের টহলদারি অব্যাহত রয়েছে। সোমবার উনকোটি জেলা পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে কুমারঘাটে মহিলা টিএসআর ও পুলিশ বাহিনীর এক রোড মার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের এই রোড মার্চে নেতৃত্ব দিয়েছেন উনকোটি জেলার পুলিশ সুপার কান্তা জাহাঙ্গীর।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতিনিয়ত এই টহলদারী অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে আজ শুধুমাত্র মহিলা পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীকে নিয়ে এই টহল করা হয়েছে। তিনি বলেন, এই টহলদারীর মূল লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষ যেন নির্ভয়ে নির্বাচনে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

বুধবার

● প্রথম পাতার পর

১ লক্ষ ভোটও পাবেন না। ফলে, বিজেপি বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইন্ডি জোটের কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। বিধানসভা নির্বাচনের পর লোকসভা ভোট শাসক দলের থেকে বিরোধী দলের উপর স্নায়ুর চাপ বাড়িয়েছে। কারণ, লোকসভা ভোটে বিরোধীদের চূড়ান্ত ভরাডুবি হবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে কংগ্রেস।

সেক্ষেত্রে আগামী বুধবার ইন্ডি জোটের বৈঠক বিরোধীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে, কংগ্রেসের অন্তকর্কোন্দলকে দূরে রেখে একজোট হয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া আদৌ সম্ভব হবে বলে নিশ্চিত নন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তবে, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়াতে সক্ষম হবে কিনা সেই কঠিন পরীক্ষার ফলাফল আগামী বুধবার বৈঠকের মধ্যে প্রতিফলন দেখা যাবে, সেই প্রশ্ন উঠেছে।

চুরির

● প্রথম পাতার পর

অর্থাৎ সিসিটিভি ক্যামেরা ছবি ডিলিট করতে হলে যে পাসওয়ার্ড দরকার চোরের দল পাসওয়ার্ড পর্যন্ত হ্যাক করেছে চোরের দল। তাই সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়েও নিরাপত্তা নেই বলে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ঘটনায় এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। উত্তর জেলায় ক্রমবর্ধমান এই চুরিকান্ড গুলি রুখতে পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহন করুক, দাবি স্থানীয়দের।

বাংলাদেশে

● প্রথম পাতার পর

থাকে যার কারণে সে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়।বাংলাদেশী অন্যান্য অনুপ্রেবেশকারীরা পালিয়ে যায়।

আহত বিএসএফ জোয়ানকে চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর আরজিএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করানোর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে গুরুতরভাবে আহত বিএসএফ জয়ানের কৈলাসহর উনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধী চলছে।

এদিকে আজ দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে এক ফ্ল্যাগ বৈঠক হয়। তারপরেই নিহত পাচারকারী পারভেজ মিয়া ওরফে সাদ্দাম হোসেনের মৃতদেহ কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করার পর কৈলাসহর চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বাংলাদেশের পুলিশ, কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার, কৈলাসহর ইরানি থানার ওসি যতীন্দ্র দাসের উপস্থিতিতে পারভেজ মিয়া ওরফে সাদ্দাম হোসেনের মৃতদেহ বাংলাদেশের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।মৃতদেহ সনাক্ত করতে সাদ্দাম হোসেনের পিতা আছকির আলী কৈলাসহর চেকপোস্টে আসেন এবং তিনি সনাক্ত করেন যে মৃত যুবক ওনার ছেলে।এই ব্যাপারে মহকুমা পুলিশ অফিসার জয়ন্ত কর্মকার জানান নিহত ব্যক্তি সীমান্ত পাচারকারী।ভারত সীমান্তে অবৈধভাবে প্রবেশ করে পাচারের কাজে নিয়োজিত ছিল এবং বিএসএফের উপর আক্রমন সংঘটিত করেছিল, বিএসএফ আত্মরক্ষায় গুলি চালালে তার মৃত্যু হয়।

শিল্পীর

● প্রথম পাতার পর

ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে মৃতদেহ মায়নাতদন্তের পর পরিবার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিশালের এই মৃত্যুতে শোকাহত ধর্মনগরের গোটা শিল্পমহল। তরুণ শিল্পী বিশাল শর্মা আকস্মিক মৃত্যুতে ধর্মনগর জুড়ে শিল্পী মহলে স্তব্ধতা বিরাজ করছে।

শাসক

● প্রথম পাতার পর

ও নতুন বিল্ডিং মিলিয়ে ১৫ টি স্টং রুম থাকবে, এবং একটি গননা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরাও।

বাইক চালক

● প্রথম পাতার পর

কর্তব্যরত এক নার্স জানায় জেমস যান দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। সে জিরানিয়া হাসপাতালে রয়েছে। এই খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন হাসপাতালে ছুটে যায়। জিরানিয়া হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জেমস কলইকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়। জানা যায় আহত জেমস কলই-র একটি পা ভেঙ্গে গেছে। বর্তমানে সে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আটক ২

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন এয়ারপোর্ট থানার ওসি অভিজিৎ মন্ডল।জানা যায় তারা নরসিংগড় এলাকা থেকে নতুননগরের দিকে যাচ্ছিল। তাদের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধারায় একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বদলি হওয়া শিক্ষককে ফিরিয়ে আনার দাবিতে বিদ্যালয়ে তালা ঝোলালেন গ্রামবাসীরা

ঝাড়গ্রাম, ১৮ মার্চ (হি. স.) : বিদ্যালয়ের শিক্ষক অন্যত্রে বদলি হয়ে গিয়েছেন। তাঁকে ফিরিয়ে আনার দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা অভিভাবকদের নিয়ে সেই শিক্ষককে ফিরিয়ে আনার দাবিতে বিদ্যালের সামনে অবস্থানে বসলেন এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে ও অফিস ঘরে তালা ঝোলালেন গ্রামবাসীরা।এই ঘটনার ফলে মিডডে মিল শেডে চলল পঠন পাঠন। সোমবার এই ঘটনা ঘটেছে বিনপুর দুই ব্লকের এড়গোদা অঞ্চলের জয়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক চন্দন দাস ১৫ মার্চ বদলি হয়ে অন্য স্কুলে যান। গ্রামবাসীরা জানান চন্দন বাবু বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের খুব ভালোবাসতেন।তাদের যত্ন সহকারে পড়াতেন। এমন কি গ্রামবাসীদের সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল। তিনি বদলি হওয়াতে কান্নাকাটি শুরু করে পড়ুয়ারা। তাদের দাবি ওই শিক্ষককে পুনরায় এই স্কুলে ফিরিয়ে আনতে হবে। এদিন জয়পুর গ্রামের বাসিন্দারা স্কুল খুলতেই বিদ্যালয়ের চত্বরে জড় হন। বিশেষ করে মহিলারা কান্না ভেজা চোখে প্রতিবাদ করেন। দাবি করতে থাকেন চন্দন স্যারকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এরপর গ্রামবাসীরা এক এক করে বিদ্যালয়ের শ্রেনী কক্ষ এবং অফিস ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেন। এই অবস্থায় বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে মিডডে মিল শেডে পঠন পাঠন চলে।

জয়পুর গ্রামের বাসিন্দা বিষ্ণুপ্রিয়া মাহাতো বলেন ’ চন্দন স্যার খুব ভালো শিক্ষক।বাচ্চারা ওনাকে খুব ভালোবাসে। উনি বদলি হওয়ায় বচ্চারা কন্না কাটি করছে।বচ্চাদের মারাও কাঁদছে। আমাদের খারাপ লাগছে। ওনাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই দাবিতেই গ্রামবাসীরা বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়েছে। ’ অন্যদিকে এই বিষয়ে জানতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুপম রাউতকে ফোন করা হলেও তিনি ’,পরে কথা বলব ’ বলে ফোন কাটেন।

প্রচারে ই-রিকশা বা সাইকেল রিকশায় চড়ার হিসেবও দিতে হবে প্রার্থীকে

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি.স.): এতদিন ভোট প্রচারে ই-রিকশা বা সাইকেল রিকশায় চড়লে ভোট প্রচারের খরচে সেই হিসেবে উল্লেখ করতে হত না প্রার্থীকে। কমিশন সূত্রের খবর, এবার থেকে এক্ষেত্রেও প্রার্থীদের খরচের হিসেব জমা দিতে হবে।প্রার্থীরা খরচের সঠিক তথ্য জমা দিচ্ছে কি না, তা জানতে পর্যবেক্ষকদের পাশাপাশি ইডি, আয়করের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাও গোপনে নজরদারি চালাবে। পুরো প্রক্রিয়াটাই হবে কমিশনের অধীনে।

প্রার্থীদের খরচে নজরদারি চালাতে এবারই প্রথম লোকসভা ভোটে ইডিকেও ব্যবহার করছে ইলেকশন কমিশন। ভোট ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই গোটা দেশে আদর্শ আচরণ বিধি (এমসিসি) চালু হয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি এবং প্রার্থীরা ভোটে কে কত খরচ করছে সেদিকে জোরদারি নজরদারি চালাবে কমিশন।

কিন্তু একজন প্রার্থী ভোট প্রচারে সর্বাধিক কত টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারেন? কমিশনের বিধি অনুযায়ী, অতীতে লোকসভা ভোটে এক একজন প্রার্থী সর্বাধিক ৭০ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারতেন। এলাকা ভিত্তিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিরিখে ২০১৪ সালের পর ২০২০ সালে প্রার্থীদের খরচের সীমা বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে তা বাড়িয়ে ৯৫ লাখ টাকা পর্যন্ত করা হয়েছে।

রেভ পার্টিতে সাপের বিষের ব্যবস্থা করার কথা স্বীকার এলভিশ যাদবের

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.) : ইউটিউবার এবং বিগ বস ওটিটি-টু বিজয়ী এলভিশ যাদব রেভ পার্টিতে সাপের বিষের ব্যবস্থা করার কথা স্বীকার করেছে। রবিবার এলভিশ যাদবকে নয়ডা পুলিশ সাপের বিষের মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে সে নিজের ভুল স্বীকার করেছে। এলভিশ জানিয়েছে সে সাপের বিষ সরবরাহের অভিযোগে ধৃতদের আগে থেকে চিনতো।উল্লেখ্য, রবিবার নয়ডা পুলিশ গ্রেফতার করার পর তাঁকে আদালতে তুলেছিল। গতকালই তাঁর ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন

বিএসপি বড় পুঁজিপতি এবং ধনীদের অর্থ থেকে দূরে রয়েছে : মায়াবতী

লখনউ, ১৮ মার্চ (হি.স.) : বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) বড় পুঁজিপতি এবং ধনীদের অর্থ থেকে দূরে রয়েছে, সোমবার এই মন্তব্য করেন বিএসপি প্রধান মায়াবতী। নির্বাচনী বন্ড বিতর্ক নিয়ে এদিন মায়াবতী তীব্র আক্রমণ করেন কেন্দ্রকে। তিনি বলেন, তাঁর দল কখনও ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনুদান নেয় না। নির্বাচনী বন্ড নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন মায়াবতী।মায়াবতী সোমবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, বিএসপি বড় পুঁজিপতি এবং ধনী লোকদের অর্থ থেকে দূরে রয়েছে।

বিহারে বিজেপি লড়বে ১৭টি লোকসভা আসনে

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.) : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বিহারে ১৭টি লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। বিহারে এনডিএ-তে আসন ভাগাভাগি হয়েছে, তারপরই সোমবার এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। বিহারে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এনডিএ আসন ভাগাভাগির বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছে। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়ে বলেছেন যে লোকসভা আসন নিয়ে এনডিএ একমত হয়েছে। বিজেপি বিহারে ১৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ) ১৬টি আসনে, লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি) (রাম বিলাস) ৫টি আসনে, হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা এবং রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা একটি করে আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।বিনোদ তাওদে সোমবার বলেছেন যে বিহারের সব লোকসভা আসনে এনডিএ পূর্ণ শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং সমস্ত আসনও জিতবে।

গার্ডেনরিচের বহুতল ভেঙে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮

কলকাতা, ১৮ মার্চ, (হি.স.): গার্ডেনরিচের বহুতল-বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৮ জন। সকাল থেকে দু'জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল। পরে আরও চার জনকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতেরা হলেন শামা বেগম (৪৪), হাসিনা খাতুন (৫৫), রিজওয়ান আলম (২২), আকবর আলি (৩৪), মহম্মদ ওয়াসিক, মহম্মদ ইমরান এবং রমজান আলি। তাঁদের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেছিলেন চিকিৎসকেরা। পরে রিজওয়ান, আকবর, ওয়াসিক, ইমরান এবং রমজানকে মৃত বলে ঘোষণা করে এসএসকেএম।

চলন্ত স্কুল ভ্যানে আগুন, ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে বাঁচলেন চালক

ভাগলপুর, ১৮ মার্চ (হি.স.) : বিহারের নওয়াগাছিয়ার বিক্রমশিলা অ্যাপ্রোচ রোডে একটি চলন্ত স্কুল ভ্যানে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় পথচারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। চালক ও আরও এক ব্যক্তি কোনোরকমে ভ্যান থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে বাঁচেন।ঘটনার বিষয়ে জানা গেছে, স্কুল ভ্যানটি নবগাছিয়া থেকে শিশুদের আনতে যাচ্ছিল। এরপর পার্বত্তা থানা এলাকার গরেয়া গ্রামের কাছে দুর্ঘটনার শিকার হয় ভ্যানটি। তবে কীভাবে ভ্যানে আগুন লেগেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ঘটনার খবর পেয়ে যতক্ষণে পুলিশ ও দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়, ততক্ষণে ভ্যানটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর নেই। ঘটনার পর থেকে বিক্রমশিলা অ্যাপ্রোচ রোডে দুই দিক থেকে যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করেছে পুলিশ।

রানীগঞ্জের উদ্দেশ্যে বাঁকুড়ার শ্যামপ্রেমীদের নিশান যাত্রা

বাঁকুড়া, ১৮ মার্চ (হি. স.) : বাঁকুড়া থেকে পায়ে হেঁটে বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জে নবনির্মিত শ্যাম বাবার মন্দিরের উদ্দেশ্য নিশান যাত্রার যাত্রা শুরু হল সোমবার সকালে বাঁকুড়া স্টেশন মোড়ে শ্যামদরবার থেকে।তিরিশ জন মহিলা সহ প্রায় শতাধিক শ্যামপ্রেমী এই নিশান যাত্রায় যোগ দিয়েছেন।স্টেশন মোড় থেকে যাত্রা শুরু করে ব্যাপারীহাট ও কুচকুচিয়ায় শ্যামমন্দির দর্শন করে রানীগঞ্জের উদ্দেশ্য রওনা দেয়।উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে দুর্গাপ্রসাদ পোদ্দার জানান, এবৎসরই প্রথম এই ধরনের যাত্রা শুরু হল।প্রায় ৫৫ কিমি রাস্তা অতিক্রম করে তারা মন্দিরে পৌছাবেন। এদিন গঙ্গাজলঘাঁটিতে ও আগামীকাল মেজিয়াতে তারা রাত্রিবাস করবেন।সেখানে আরোও প্রায় পঞ্চাশ জন ভক্ত যোগ দেবেন।যাত্রাপথে বিভিন্ন জনপদে তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে, সেখান তারাও ভজন কীর্তন করে এলাকা মাতিয়ে দিচ্ছেন।

নির্বাচন ঘোষণা হতেই মথুরাপুরে ছন্দপতন বিরোধীদের, দলে দলে যোগ তৃণমূলে

মথুরাপুর,১৮ মার্চ (হি.স.) : নির্বাচনী জনসভায় বিরোধী দলের পঞ্চায়েত প্রধান সহ শতাধিক কর্মী যোগ দিল তৃণমূল কংগ্রেসে। মথুরাপুর লোকসভার প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে সোমবার মথুরাপুরে নির্বাচনী জনসভায় বিরোধী দলের পঞ্চায়েত প্রধানসহ শতাধিক কর্মী যোগদান করলেন তৃণমূল কংগ্রেসে।সোমবার মথুরাপুরের ঘোড়াদল বাজারে নির্বাচনী জনসভায় দক্ষিণ লক্ষীনারায়নপুর পঞ্চায়েতের নির্দল প্রধান সহ বিজেপি ও আইএসএফ থেকে প্রায় ২০০ জন কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। নির্বাচনের আগে বিরোধী দলে ভাঙন অনেকটা অক্সিজেন দেবে রাজ্যের শাসক দলকে সেই প্রশ্ন থাকলেও এই ঘটনায় বিরোধীরা যে আরও খানিকটা কোনঠাসা হয়ে পড়বে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এদিনের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন , মথুরাপুর লোকসভার তৃণমূলের প্রার্থী বাপি হালদার সহ জেলা ব্লক নেতৃত্ব। বাপি বলেন, “ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিক হতেই বিরোধী দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন এই কর্মীরা।”

টিসিএস-এর বিপুল শেয়ার বিক্রির পথে টাটামুম্বই, ১৮ মার্চ (হি. স.): বিপুল অঙ্কের শেয়ার বিক্রি করতে চলেছে টাটা। টিসিএস-এর কাছে থাকা শেয়ার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের শীর্ষস্থানীয় সফটওয়্যার পরিষেবা রফতানিকারক সংস্থা টিসিএস-এর মূল পরিচালন সংস্থা টাটা সন্স।জানা গেছে, মঙ্গলবার ব্লক ডিলের মাধ্যমে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস-এর কাছে থাকা ২.৩৪ কোটির শেয়ার বিক্রি করবে টাটা সন্স। শেয়ার বাজারে এই মুহূর্তে যার দাম ৯০০০ কোটি টাকা। প্রতি শেয়ার পিছু মূল্য ৪০০১ টাকা।

মানুষের কাজ করার জন্য ফিরে আসছি: তামিলিসাই সুন্দরারাজন

হায়দরাবাদ, ১৮ মার্চ (হি. স.): সোমবার তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন তামিলিসাই সুন্দরারাজন। জল্পনা চলছিল তিনি আবার রাজনীতিতে ফিরে আসবেন। পদত্যাগের পর নিজের বক্তব্যে তার কিছুটা আভাসও দিয়ে রাখলেন সুন্দরারাজন। তিনি বলেন, আমি খুশি যে আমি আবার মানুষের কাজ করার জন্য ফিরছি। পাশাপাশি তিনি তেলেঙ্গানার সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনও করেছেন।উল্লেখ্য, তামিলিসাই সুন্দরারাজন তেলেঙ্গানার রাজ্যপালের পাশাপাশি পুদুচেরির লেফটেন্যান্ট গভর্নরও ছিলেন। সোমবার সেই পদ থেকেও পদত্যাগ করেছেন তিনি। তিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী করা হবে তাঁকে। পেশায় চিকিৎসক তামিলিসাই একটা সময় তামিলনাড়ু বিজেপির সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন।

গত মাসে তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল হিসাবে তিন বছর পূর্ণ করার পর তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন বিজেপি টিকিট দিলে তিনি পুদুচেরি আসন থেকে লড়াই করতে চান। তবে পুদুচেরি থেকে তামিলিসাইকে প্রার্থী করা নিয়ে বিজেপিতে আপত্তি আছে। স্থানীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, উনি বহিরাগত। ভোটে এই ইস্যুতে দল বিপাকে পড়তে পারে। অন্যদিকে, তামিলিসাইয়ের বক্তব্য, ‘আমি নিজেকে পুদুচেরির মানুষ মনে করি। আবার এও শোনা যাচ্ছে, তাঁকে দক্ষিণ চেন্নাই লোকসভা আসন থেকেও প্রার্থী করা হতে পারে।

হনুমান চালিশা বাজানোয় দোকানদারকে মার, অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি তেজস্বী সূর্যের

বেঙ্গালুরু, ১৮ মার্চ (হি. স.): বেঙ্গালুরুতে রবিবার রাতে নামাজের সময় হনুমান চালিশা বাজানোয় এক দোকানদারকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় সব অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবি জানালেন বিজেপি সাংসদ তেজস্বী সূর্য। তিনি বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে মঙ্গলবারের মধ্যে সব অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে হবে। তিনি এও দাবি জানান যে, বেঙ্গালুরুর কমিশনার যেন নিরপেক্ষভাবে ঘটনার তদন্ত করেন।উল্লেখ্য, বেঙ্গালুরুর সিদ্দান্না গলি এলাকায় মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় রবিবার রাতের ঘটনার ভিডিয়ো ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অভিযোগ, নামাজের সময় হনুমান চালিশা বাজানোর জন্য কয়েকজন যুবক একটি দোকানে চড়াও হয়ে দোকান মালিককে মারধর করে। মুকেশ নামে ওই দোকানদারকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। মুকেশ বলেন, ’দোকানে বসে সান্ধ্য পূজার সময় আমি হনুমান চালিশা শুনি। প্রতিদিনই কোনও না কোনও ভজন চালিয়ে দিই।’ মুকেশের অভিযোগ, রবিবার সন্ধ্যায় আচমকাই তাঁর দোকানে ৫—৬ জন যুবক চড়াও হয়। হনুমান চালিশার রেকর্ড বাজানো নিয়ে তাঁরা আপত্তি তোলে। নামাজের সময় ভক্তিমূলক সঙ্গীত কেন চালানো হচ্ছে, তা জানতে চাওয়া হয় মুকেশের থেকে। এরপর বচসা শুরু হয়। শীঘ্রই তা হাতাহাতিতে গড়ায়। স্পিকার দিয়ে মুকেশের মাথায় মারা হয় বলে অভিযোগ। এর জেরে মুকেশ গুরুতর আহত হন। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগসহ বিভিন্ন ধারায় মামলা করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক কোনও সম্পর্ক নেই বলেই দাবি পুলিশের।এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ তেজস্বী সূর্য বলেন, পুলিশ প্রথমে এফআইআর নিতে অস্বীকার করে। পরে তিনি এবং অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করলে পুলিশ এফআইআর নিতে বাধ্য হয়। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে মঙ্গলবারের মধ্যে সব অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে হবে বলে দাবি জানান তেজস্বী সূর্য।

ক্রীড়াঙ্গন

টানা জয় ধর্মনগরের : নজর কাড়লো শুভজিৎ, জয় দিয়ে শুরু কমলপুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।। জয় পেলো ধর্মনগর এবং কমলপুর মহকুমা। টানা ২ ম্যাচে জয় পেয়ে সেমিফাইনালে যাওয়ার দৌড়ে এককদম এগিয়ে গেলো স্বাগতিক ধর্মনগর মহকুমা। রাজ্য অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। হাফলং মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ধর্মনগর মহকুমা অনায়াসেই ৯ উইকেটে পরাজিত করে লংতরাইভ্যালি মহকুমাকে। মূলত পর পর দুদিন খেলার ধকল নিতে পারলো না লংতরাইভ্যালির অনভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা। সোমবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে লংতরাইভ্যালি মহকুমার ব্যাটসম্যান-রা কার্যত ২২ গজে লুটিয়ে পড়ে। দল মাত্র ৪১ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে শুভজিৎ বরুয়া ১৫ রান করে ৩৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে। ধর্মনগরের অংশুমান সরকার ৮ রানে ৪ টি এবং বিহান দাস ৯ রানে ২ টি উইকেট দখল করে।

জবাবে খেলতে নেমে ধর্মনগর মহকুমা ৯.৩ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের প৭ অংশুমান সরকার ২৭ বল কেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রানে এবং দিব্যরূপ দেবনাথ ২৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রানে অপরাজিত থেকে যায়। কলেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত অপর ম্যাচে কমলপুর ১৩৮ রানে পরাজিত করে গন্ডাছড়া মহকুমাকে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কমলপুর মহকুমা ১৬২ রান করে। দলের পক্ষে শুভজিৎ ধর ৮৯ বল খেলে ১৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০১ রান করে। গন্ডাছড়ার পক্ষে সরজিৎ দেবনাথ ১৮ রানে ৩ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে গন্ডাছড়া মাত্র ২৪ রান করতে সক্ষম হয়। দল সর্বোচ্চ ১১ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। কমলপুরের পক্ষে শুভরঞ্জন গৌর ৪ রানে ৪ টি এবং অভ্রজিৎ ঘোষ ৩ রানে ৩ টি উইকেট দখল করে।

জয়ের ধারা অব্যাহত সদর এ-র সোনামুড়া, তেলিয়ামুড়াও জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো সদর 'এ'। এছাড়া জয়ে ফিরলো সোনামুড়া মহকুমা। জয় দিয়ে সূচনা করেছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা দলও। রাজ্য অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে।

সোমবার নিপকো মাঠে সদর 'এ' ৭ উইকেটে পরাজিত করলো বিশালগড় মহকুমাকে। টানা ২ ম্যাচে জয় পেয়ে আপাতত শীর্ষে সদর 'এ'। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বিশালগড় মহকুমা মাত্র ৯০ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অনিকেত লস্কর ৯১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, আরিশ মজুমদার ৪০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং সমরজিৎ চৌধুরি ৪৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করে। সদর 'এ'-র পক্ষে আবীর ভট্টাচার্য ১৮ রানে ৫ টি এবং দিব্যজ্যোতি ধর ১৬ রানে ৩ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে সদর 'এ' ২৬ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

দলের পক্ষে ওপেনার শ্রেষ্ঠাংশু দেব ৬৯ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া অঙ্কিত দাস ৪৮ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৮ রান। বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া মাঠে অপর ম্যাচে সোনামুড়া মহকুমা ১২০ রানে আমবাসা মহকুমাকে পরাজিত করে জয়ের রাস্তায় ফিরলো। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সোনামুড়া মহকুমা ১৭৫ রান করে ৯ উইকেট হারিয়ে নির্ধারিত ৪০ ওভারে।

দলের পক্ষে মিনহাজ আহমেদ ২৭ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, কুলদীপ সরকার ৪৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০, প্রীতম দেবনাথ ৬১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯, আর্জু দেববর্মা ১৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং আকিব রশিদ ৫৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২০ রান। আমবাসার পক্ষে দলনায়ক শুভ দাস ১৮ রানে ৩ টি,ধুইয়া ত্রিপুরা ২৯ রানে এবং সুয়েলজিৎ চৌধুরি ৩৮ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে ব্যাটিং ব্যর্থতায় আমবাসা মাত্র ৫৫ রান করতে সক্ষম হয়।

দলের পক্ষে সৈকত গৌর ৩৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি।

সোনামুড়ার পক্ষে প্রান্তিক চক্রবর্তী ৪ রানে এবং প্রীতম দেবনাথ ১৬ রানে ৩ টি করে উইকেট দখল করে। তেলিয়ামুড়ার ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত অপর ম্যাচে তেলিয়ামুড়া মহকুমা ৯ উইকেটে পরাজিত করে জিরানীয়া মহকুমাকে। পৃথ্বিরাজ দাসের দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে জিরানীয়া মহকুমা প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৭৯ রান করে।

দলের পক্ষে আবীর দাস ১০৪ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৭ রান করে। তেলিয়ামুড়ার পক্ষে পৃথ্বিরাজ দেব ৬ রানে ৫ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে ২১.৫ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা। দলের পক্ষে জয়দীপ পাল ৬৩ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০, আয়ুষ দেব ৬২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং আদিত্য দেবনাথ ১০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে।

শ্রদ্ধা আকাঙ্খার সুরের পাশাপাশি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে নর্থইস্ট গেমসের সূচনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আলোর রোশনাই, শব্দের মূর্ছনার পাশাপাশি গম্ভীর প্রার্থনার মাধ্যমে শ্রদ্ধা ও আকাঙ্ক্ষার সুর। সব মিলে বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কোহিমায় গেমস ভিলেজে তৃতীয় নর্থইস্ট গেমসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। মুখ্যমন্ত্রী নিফিউ রিও চুমুকেদিমাতে গেমস ভিলেজ এবং গেম ফেস্ট এর উদ্বোধন করেছেন দুদিন আগেই। সোমবার সন্ধ্যা ৭:০০ টায় কিংডম কালচার চার্জ ডিমাপুরের যাজক ভিসাসিয়ার কেভিচুসার নেতৃত্বে একটি গম্ভীর প্রার্থনার মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। মূলতঃ যা শ্রদ্ধা এবং আকাঙ্ক্ষার সুর স্থাপন করে। দারুন আয়োজনের মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম ক্রীড়াযজ্ঞের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। সার্বিক বিষয়টাই শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি নাগাল্যান্ডের অটল প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি পদক্ষেপেই অত্যাধুনিক সুবিধা এবং বিস্তারিত মন সংযোগের ছোঁয়ার সবুজ সংকেত দিচ্ছে। গেমস গুলির মধ্যে আর্চারী, অ্যাথলেটিকস, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল এবং আরও অনেক কিছু সহ ১৫ টি ইভেন্ট জুড়ে প্রতিযোগিতা গুলোতে প্রতিভাবানদের সন্ধান মিলবে। কোহিমার আইজি স্টেডিয়ামে অ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য ডিসিপ্লিন গুলি বিভিন্ন মেনুতে যেমন চুমুকেদীমা এবং তেতসু কলেজের নিয়াথু রিসোর্টে অনুষ্ঠিত হবে।

ত্রিপুরা থেকে ১৫১ জনের রাজ্য দল যথারীতি সেখানে পৌঁছে, মাঠে নামার মাহেন্দ্রক্ষণের প্রহর গুনছেন। স্বাগতিক নাগাল্যান্ড এর মতো মনিপুর থেকেও ৩১৯ খেলোয়াড়ের বৃহৎ আয়তনের দল এবারকার আসরে অংশ নিতে পৌঁছেছেন। সব মিলে নাগাল্যান্ড জুড়ে এখন শুধু বৃহত্তম ক্রীড়াযজ্ঞের উৎসাহে মাতোয়ারা।

বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লীগের দুটি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন সিনিয়র লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী সোমবার বিরতি থাকলেও ফের লড়াই শুরু হতে চলেছে মঙ্গলবার। এদিন আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়াম ও টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত হবে দুটি ম্যাচ। এমবিবি স্টেডিয়ামে এদিন দরবেশ শতদল সংঘ ও জে সি সি। দুই দলেরই এটি ষষ্ঠ ম্যাচ। এর আগে পাঁচটি করে ম্যাচে দুই দল অংশ নিলেও সাফল্য বলতে একমাত্র একটি করে ম্যাচে জয়। তাই টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় জয়ের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই আগামীকাল দুই দল পরস্পরের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হবে। অন্যদিকে নরসিংগড় টি আই টি মাঠে মুখোমুখি হবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ও সংহতি। এই ম্যাচটি দুই দলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। এর আগে একটি করে ম্যাচে পরাজয়ের মুখ দেখে দুই দল। তাই সাফল্যের তালিকায় শীর্ষে পৌঁছার লক্ষ্যে দুই দল পরস্পরের বিরুদ্ধে ময়দানে নামবে। অবশ্যই জয়ের ধারাবাহিকতা অটুট রাখার লক্ষ্যে। এখন দেখার বিষয় পূর্বনির্ধারিত আগামীকালকের ম্যাচ দুটিতে শেষ পর্যন্ত কোন দুটি দল জয় ছিনিয়ে নিয়ে ময়দান ছাড়ে।

জাতীয় জুনিয়র হ্যান্ডবলের জন্য ত্রিপুরা দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মধ্যপ্রদেশ বিদিশাতে অনুষ্ঠিত হবে ৪৫ তম জাতীয় জুনিয়র বালকদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা। ২৩-২৭ মার্চ হবে আসর। আসরে অংশগ্রহণের জন্য ১৫ সদস্যের ত্রিপুরা দল ঘোষনা করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে রওয়ানা হবে ত্রিপুরা দল। এদিকে ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়দের জার্সি স্পনসর করেছেন হ্যান্ডবলের প্রশিক্ষক নন্দা চক্রবর্তী। রাজ্য সংস্থার সম্পাদক লিটন রায় খেলোয়াড়দের নাম ঘোষনা করেন। তিনি আশা করেন, আসরে ভালো খেলবে রাজ্য দল। ঘোষিত দল: অলক চাকমা, সুদীপ গোপ, রণিত পাল, ইন্দ্রজিৎ দাস, অমর কলই, অয়ন দেবনাথ,আকাশ সূত্রধর, হৃদয় ত্রিপুরা,শুভঙ্কর রায়, সাগর সূত্রধর, প্রীতম সরকার, সত্যজিৎ পাল, তুহিন কুমার পাল, শুভ বসাক, সম্রাট নন্দী। কোচ: কাহিনি দেববর্মা এবং পঙ্কজ দাস।

মহিলা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আজও মাঠে নামবে দশটি দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো রাজ্যের সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটারদের নিয়ে আয়োজন করা হয় আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের।

প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী সোমবার কাটলো লড়াইহীন ভাবেই। ফের অংশগ্রহণকারী দলগুলি মাঠে নামতে চলেছে আগামীকাল মঙ্গলবার।

সূচি অনুযায়ী এদিন অনুষ্ঠিত হবে পাঁচটি ম্যাচ। বামুটিয়া তালতলা মাঠে দ্বীনের প্রথম ম্যাচে অংশ নেবে এডি নগর এবং নিউ প্লে সেন্টার।

এই মাঠে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে লড়বে ক্রিকেট অনুরাগী এবং এগিয়ে চলো সংঘ।

এদিকে আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে প্রথম ম্যাচে অংশ নেবে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। অপরদিকে মেলাঘর শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে ব্যাট বল হাতে নিয়ে নামবে জুটমিল প্লে সেন্টার ও চাম্পামুরা ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের মেয়েরা।

অনূর্ধ- ২০ জাতীয় ফুটবল আসরে ত্রিপুরার অবস্থান সহজ গ্রুপে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ত্রিপুরা দলের প্রথম ম্যাচ অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে। খেলা ১১ মে তে। স্বামী বিবেকানন্দ অনূর্ধ-২০ পুরুষদের জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ক্রীড়া সূচি তৈরি হয়েছে। অংশগ্রহণকারী ৩২ টি দলকে আটটি গ্রুপে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি গ্রুপে চারটি করে দল রাখা হয়েছে। ত্রিপুরার অবস্থান 'জি' গ্রুপে। এই গ্রুপের অন্য তিনটি দল হল মধ্যপ্রদেশ, আসাম এবং অরুণাচল প্রদেশ। রাজ্য দলের দ্বিতীয় ম্যাচ আসামের বিরুদ্ধে। খেলা ১৩ মে। গ্রুপ লীগে তৃতীয় তথা অন্তিম ম্যাচ মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে। খেলা ১৫ই মে। এদিকে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে রাজ্য দলের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। গ্রুপ লিগে রাজ্য দল সাফল্য পাবে বলে ক্রীড়া মহলের প্রত্যাশা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার হাত ধরে ২৮০ ভোটার বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৮ মার্চ।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুলভোটে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে কাজকরেযাচ্ছে ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপি। সোমবার ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির উদ্দ্যোগে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনেরেখে জোলাইবাড়ী মন্ডলের ৪ নং বুথে দক্ষিন চড়কবাই গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় এক যোগদান সভার আয়োজনকরাহয়ে। আজকের এই যোগদান সভায় বিগতদিনে সি পি আই এম এর কৃষক শ্রমিক সংগঠনের সেক্রেটারির দায়িত্বে থাকা গোপাল দেবনাথের নেতৃত্বে ৭০ পরিবারের ২৮০ ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেন। দলত্যাগীদের হাতে দলীয় পতাকা দিয়ে বরন করেনেন মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া, মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং সহ অন্যান্যরা। যোগদানসভায় বক্তব্যরাখতেগিয়ে বিগত দিনে সি পি আই এম এর নেতৃত্বস্থানে থাকা গোপাল দেবনাথ জানান তিনি সি পি আই এম দলে থাকা কালিন জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে তেমন কোনোউন্নয়ন হয়নিবললেই চলে। বিগত দিনে কোনো কিছু পেতেহলে আন্দোলন করতে হতো। বর্তমান সময়ে জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রে পরিবর্তনেরপর মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং ও মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়ার হাতধরে সমগ্র জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রে ব্যাপক উন্নয়নহয়েছে। বর্তমানসময়ে কিছু পেতেহলে লোকজনদের আন্দোলন করতেহয়না। এইসকল উন্নয়নমূখী কর্মসূচী দেখে সকলে সি পি আই এম ত্যাগকরে বিজেপিতে যোগদান করেন। অপরদিকে যোগদানসভায় বক্তব্যরাখতেগিয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া ও মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কথা জনসম্মুখে তুলেধরেন। তারপাশাপাশি সকলের সার্বিক উন্নয়নে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করারজন্য বিশেষ আহব্বান জানান। আজকের এই যোগদান সভায় মন্ত্রী ও মন্ডল সভাপতির পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জোলাইবাড়ী মন্ডলের সদস্য নারায়ন শীল, এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান সহ অন্যান্যরা।বিজেপির উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই যোগদানসভায় উপস্থিত লোকজনদেরমধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রে বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের পরাজিত করে আই পি এফ টি মনোনিত প্রার্থীকে জয়লাভ করিয়েছেন বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয়রিয়াং। বর্তমানসময়ে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করারলক্ষ্যে দিবারাত্র কাজ করেযাচ্ছে মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং। বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের পরথেকে বিগত এক বছরের মধ্যে মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া ও মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং এর নেতৃত্বে জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রে ব্যাপকহারে উন্নয়নহয়েছে। বিগত বাম আমলে জোলাইবাড়ীবাসী উন্নয়নমূলক কাজ ও বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধাথেকে বঞ্চীত থাকতো। বর্তমানসময়ে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী দেখে ও বিভিন্নপ্রকারের সরকারী সুযোগ সুবিধা পেয়ে বিরোধী দলথেকে সকলে মুখফিরিয়ে প্রতিদিন বিজেপিতে যোগদানকরছে। সকলের মূল লক্ষ্য বিজেপি পরিচালিত সরকার যেন দীর্ঘস্থায়ীহয়। রাজ্যে ও কেন্দ্রে বিজেপি পরিচালিত সরকার থাকলে ডাবল ইঞ্জিনে সকলের উন্নয়ন সম্ভব। তাই উন্নয়নের ধারা বজায়রাখতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুলভোটে জয়যুক্ত করারলক্ষ্যে মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং এর নেতৃত্বে শঙ্করপুর এলাকায় এক যোগদান সভা অনুষ্ঠীত করাহয়। এই যোগদানসভায় সি পি আই এম ছেরে ৩৭ পরিবারের ১০৭ ভোটার বিজেপিতে যোগদানকরে। দলত্যাগীদের হাতে দলীয়পতাকাদিয়ে বরন করেনেন মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং ও যুব নেতৃত্ব সুদীপ গোপ। আজকের অনুষ্ঠানে লোকসমাগম দেখে সকলের মুখে একটি কথা শুনাযাচ্ছে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং এর নেতৃত্বে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রথেকে বিজেপি মনোমিত প্রার্থী বিপুলভোটে জয়লাভকরবে।

জনতার হাতে আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ : রেলের সামগ্রী চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক এক চোর। সোমবার যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশন এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পরবর্তী সময়ে চোরকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় জনতা।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, বেশ কিছু যাবৎ ওই ব্যক্তি বাঁধারঘাট রেলস্টেশন থেকে বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে আসছে। আজ সকালে যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশন এলাকায় এলাকাবাসীরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে হাতেনাতে আটক করে ওই ব্যক্তিকে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে সমস্ত জিনিস উদ্ধার করে এলাকাবাসী।সাথে সাথে পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। পরবর্তী সময়প পুলিশের হাতে চোরকে তুলে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

গৃহস্থের বাড়িতে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ : রাতের আঁধারে হাত সাফাই করল চোরের দল। গতকাল গভীর রাতে বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন লঙ্কামুড়া পাল পাড়ায় গৃহস্থের বাড়িতে চোরের দল হানা গবাদি পশু নিয়ে পালিয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, বিএসঅফ ক্যাম্প সংলগ্ন লঙ্কামুড়া পাল পাড়ায় বাসিন্দা নারায়ণ রুদ্রপাল বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছে। গতকাল রাতে চোরের দল গবাদি পশু নিয়ে পালিয়েছে। আজ সকালে বাড়ির লোকজন গবাদি পশু না দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর পাঠিয়েছে। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ

আগরতলা।। আজ ছিলো ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চতর মাধ্যমিক (নতুন সিলেবাস)-র সাইকোলজি বিষয়ের পরীক্ষা। রাজ্যের মোট ৬০টি উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রের অন্তর্গত সবকয়টি পরীক্ষাকেন্দ্রের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিলো। আজ নতুন সিলেবাসের উচ্চতর মাধ্যমিকের সাইকোলজি পরীক্ষায় ১২৬২ জন পরীক্ষার্থী ছিলো। তারমধ্যে ছাত্র ৪২০ ও ছাত্রী ৮৪২। সারা রাজ্যে পরীক্ষায় বসেছিলো ১২৫৭ জন পরীক্ষার্থী। তারমধ্যে ছাত্র ৪২০ ও ছাত্রী ৮৩৭। অনুপস্থিতির সংখ্যা ছাত্র ০ ও ছাত্রী ৫।ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির শতকরা হার ৯৯.৬০। ২০ মার্চ উচ্চতর মাধ্যমিক (নতুন সিলেবাস)-র জিওগ্রাফি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

স্টেট এগ্রিকালচার রিসার্চ স্টেশন পরিদর্শনে রাজ্যপাল

আগরতলা, ১৮ মার্চ।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সকালে অরুন্ধতীনগরে স্টেট এগ্রিকালচার রিসার্চ স্টেশন পরিদর্শন করেন। রাজ্যপাল সেখানে গিয়ে পৌঁছালে স্টেট এগ্রিকালচার রিসার্চ স্টেশনের যুগ্মঅধিকর্তা ড. উত্তম সাহা রাজ্যপালকে স্বাগত জানান। স্টেট এগ্রিকালচার রিসার্চ স্টেশনের কনফারেন্স হলেরাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু যুগ্ম অধিকর্তা ও অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময়করেন। মতবিনিময়ের সময় স্টেট এগ্রিকালচার রিসার্চ স্টেশনের বিভিন্নকর্মসূচির উপর একটি তথ্যচিত্রপ্রদর্শিত হয়। মত বিনিময় সভায় যুগ্ম অধিকর্তা রিসার্চ স্টেশনের কর্মসূচি সম্পর্কে রাজ্যপালকে বিস্তারিতভাবে অবহিতকরেন। পরে রাজ্যপাল এই স্টেশনের সিড মিউজিয়াম, ধান ও অন্যান্য শস্যের প্রদর্শনীমূলক চাষের জায়গা এবং জৈব পদ্ধতিতেউৎপাদিত ফসল চাষের এলাকা পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি সিড টেস্টিং ল্যাবরেটরি, মোবাইল সয়েল টেস্টিং ভ্যানপরিদর্শনকরেন।

বিধায়কের দ্রুত আরোগ্য কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৮ মার্চ।। গত শনিবার আগরতলা অভিমুখে যাওয়ার পথে চম্পকনগর এলাকাতে দুর্ঘটনার মুখে পড়েন কল্যাণপুর প্রমোদ নগর কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী, উনার ব্যক্তিগত দেহ রক্ষী মীঠন পাল এবং গাড়ি চালক দুর্লভ দাস। এরপর প্রথমে চম্পকনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এই তিনজনকেই। আজ বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গেছে বিধায়কের অপারেশনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেই কারণেই কলকাতার এপোলো হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।এদিকে কল্যাণপুর জুড়ে সাধারণ মানুষ বিধায়ক এভাবে দুর্ঘটনা গ্রস্ত হওয়ার পরে রীতিমতো ভেঙে পড়েছেন।আজ স্থানীয় বিজেপি মন্ডল কমিটির উদ্যোগে ঘিলাতলীর রাধা গিরিধারি শিব মন্দিরে বিধায়ক সহ অন্যান্য আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে মহা মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান আয়োজন করা সহ শিব পূজা সম্পন্ন করা হয়।

সংশ্লিষ্ট আয়োজনে বিজেপি দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব, কর্মী, সমর্থক ছাড়াও ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষকে উপস্থিত থেকে আহতদের

বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু ব্যক্তির

ঝাড়গ্রাম, ১৮ মার্চ (হি. স.): বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ৩৮ জন বাস যাত্রী। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সোমবার সকাল ১০ টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম থানার ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের বালিভাষা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম পরেশ মহাপাত্র (৬২) বাড়ি কুলটিকরী এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন কাঁথি ঝাড়গ্রাম ভায়া কুলটিকরী রুটের একটি বাস কুলটিকরী হয়ে ঝাড়গ্রামে আসছিল। আসার সময় তুঙ্গাধুয়া বাস স্ট্যান্ডে বেশ কয়েকজন কলেজ পড়ুয়া ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আসছিলেন। আসার সময় বালিভাষা টোলপ্লাজা এলাকায় বাসটি জাতীয় সড়কের অন্য লেনে চলে যায়। সেই সময় ওই লেন দিয়ে লোধাশুলির দিক থেকে খড়্গপুরের দিকে একটি তেল ট্যাঙ্কার আসছিল। সেই তেল ট্যাঙ্কারটির মুখোমুখি হলে এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই ৮ জন মহিলা ও একজন শিশু সহ মোট ৩৮ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে ১৬ জন ঝাড়গ্রাম জেলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছায় রাজ্যের বন দফতর, স্বনিযুক্তি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী দফতরের স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা ও ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক সুনীল আগরওয়াল, ঝাড়গ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান কবিতা ঘোষ।

হাসপাতালে পরিষেবা নিয়ে জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ মার্চ।। ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে মানুষের মধ্যে যে পরিষেবা দেওয়ার কথা তা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় অসহযোগিতার কথা উঠে এসেছে। অসন্তোষের পরিমাণ এমনভাবেই বাড়তে শুরু করেছে স্তুপ থেকে এখন তা পাহাড় সমান অভিযোগে পরিণত হয়েছে। সোমবার মানুষের মধ্যে বিশাল অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে সিটি স্ক্যানকে কেন্দ্র করে। বর্তমানে ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে সিটি স্ক্যান নিয়ন্ত্রণ করছে সঞ্জীবনী নামক একটি বেসরকারি সংস্থা। এই সংস্থায় রিপোর্ট আনতে গেলে তিন থেকে চার দিন সময় লেগে যাচ্ছে। আজ যারা রিপোর্ট পেয়েছে তারা ১৫ তারিখ সিটিস্ক্যান করিয়েছিল। রিপোর্টের সাথে কখনো ডিস্ক দেওয়া হয় তো কখনো দেওয়া হয় না। সকাল ৮ টায় অনেকে রিপোর্টের জন্য কাগজ জমা করলেও দুপুর দুইটা অতিক্রান্ত এখনো তাদের রিপোর্টের কোন বালাই নেই। কোন কিছু বলতে গেলে কর্তব্যরত কর্মীরা যেন সাধারণ মানুষকে মারার জন্য তেড়ে আসে এমন অবস্থা। এমনকি ইমারজেন্সি রোগে যাদের সিটিস্ক্যান রিপোর্টের উপর নির্ভর করে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার কথা এবং চিকিৎসকরা বসে থাকেন সিটিস্ক্যান রিপোর্ট দেখে চিকিৎসা করার জন্য তাদের পর্যন্ত সঠিক সময়ে জরুরীকালীন ভিত্তিতে সিটিস্ক্যান রিপোর্ট দেওয়া হয় না।

একদিকে ইন্টারনাল হেমোরেজ হয়ে মানুষের জীবন মৃত্যু সংগ্রামে চলছে, অন্যদিকে কর্তব্যরত গুটিকয়েক কর্মচারীর অবহেলার কারণে সাধারণ মানুষ সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বঞ্চিত অসন্তুষ্ট মানুষ সোমবার বঞ্চনার কাহিনী সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন তবুও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কর্মরত কর্মচারীদের কোন ধরনের ভ্রুক্ষেপ নেই। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী হওয়ায় রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির জন্য অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে গেলেও এই ধরনের কিছু সংখ্যক কর্মচারীর কারণে সম্পূর্ণ প্রয়াস শূন্যে পর্যবেষিত হচ্ছে। নিরুপায় ধর্মনগরের সাধারণ জনগণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড মানিক সাহা এবং অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

যে কোনও মূল্যে বিজেপিকে হারানো হোক: আইনজীবী পুরুষোত্তম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ : রামনগর উপনির্বাচনে যে কোনও মূল্যে বিজেপিকে হারানো হোক। মনেপ্রাণে চাইছেন তেইশের বিধানসভা নির্বাচনের বাম সমর্থিত নির্দল প্রার্থী বরিষ্ঠ আইনজীবি পুরুষোত্তম রায় বর্মন। তিনি উপনির্বাচনে বামপ্রার্থী সিপিএমের রতন দাসকে সমর্থন জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় ইন্ডি জোটকে সমর্থন করছেন বলে জানিয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, ইন্ডি জোটের প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে করা হবে। লোকসভা নির্বাচনে যে কোনও মূল্যে বিজেপিকে হারাতে হবে। লোকসভা নির্বাচন ভারতবর্ষের কাছে একটি অগ্নি পরীক্ষা।তাঁর দাবি, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত না করা যায় দেশের সর্বনাশ হবে। তিনি আশাবাদী এই নির্বাচনে বিজেপির পরাজয় হবে।

প্রসঙ্গত, তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী সুরজিৎ দত্তের কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন বাম সমর্থিত নির্দল প্রার্থী বরিষ্ঠ আইনজীবি পুরুষোত্তম রায় বর্মন। তিনি ৮৯৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন। তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী ১৭, ৪৫৫ ভোট পেয়েছিলেন , বাম সমর্থিত নির্দল প্রার্থী বরিষ্ঠ আইনজীবি পুরুষোত্তম রায় বর্মন ভোট পেয়েছিলেন ১৬,৫৫৮। তেমনি তৃণমূলের প্রার্থী পূজন বিশ্বাস ২,০৭৯ ভোট পেয়েছিলেন, ওই কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী দুলাল ঘোষ ভোট পেয়েছিলেন ১, ০০৫টি এবং নোটাতে ভোট পড়েছে ৬৮৫টি।

লোক সভা ভোটে গোমতী জেলায় মোট ভোটার ৩,৪৪,৯১২ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ: ৪২-অমরপুর ও ৪৩-করবুক (এসটি) বিধানসভা কেন্দ্র ২-ত্রিপুরা পূর্ব সংসদীয় নির্বাচনী ক্ষেত্রের অন্তর্গত। এই বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে আগামী ২৬ এপ্রিল ভোটগ্রহণ করা হবে। গতকাল গোমতী জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক তড়িৎ কান্তি চাকমা এই সংবাদ জানিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা নির্বাচন আধিকারিক আরও জানান, গোমতী জেলায় মোট ভোটার ৩,৪৪,৯১২ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১,৭৩,০২৬ জন এবং মহিলা ভোটার ১,৭১,৮৭৮ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৮ জন। জেলায় মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৩৯টি। এরমধ্যে ১৭টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হবে। লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে জেলায় ২১টি নাকা পয়েন্ট থাকবে। এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ভোটগ্রহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার নমিত পাঠক। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যালয়ে অভিভাবক ও শিক্ষকের মধ্যে ধুন্ধুমার কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ মার্চ।। সোমবার সকালে ধর্মনগরের শহরের উত্তর প্রান্তে ভাগ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মধ্যে এক ধুমধুমার কান্ড হয়ে গিয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ভাগ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাগ্যপুর ইন্দমনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য কোন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক বা শিক্ষিকা নেই। বিদ্যালয়ে সেক্টর অফিসার আসবেন তাই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যারা যোগদান করবে তাদের কোন ধরনের বাধা-নিষেধ দেওয়া গান বা নাচের কিছুই দেওয়া হয়নি প্রধান শিক্ষকের পক্ষ থেকে। অভিভাবকটা জানান প্রধান শিক্ষক নাকি বলেছেন যেহেতু কোন নির্দিষ্ট শিক্ষক বা শিক্ষিকা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য নিয়েই তাই ছাত্রছাত্রীরা যে যা পারে তাই যেন পরিবেশন করে। একটা ছোট বাচ্চা মেয়ে তার পছন্দমত একটি গান পরিবেশন করতে গেলে যখন নাচ ধরে তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাধাকান্ত সিনহা এই নাচবাগানের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ছোট্ট মেয়েটিকে বকাবকি শুরু করে। মেয়েটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

তাছাড়া বিদ্যালয়ের বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী জানিয়েছে, তাদেরকে নাকি শিক্ষক রাধাকান্ত সিনহা যাচ্ছে তাই বকাবকি এবং মারধর করেন। সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে আসা অভিভাবকরা পর্যন্ত শিক্ষক রাধাকান্ত সিনহার বিরুদ্ধে অভিযোগের স্তুপ গড়ে তুলে। এমনকি এই শিক্ষক মহাশয় নাকি যেসব অভিভাবকরা বিদ্যালয়ে আসে তাদেরকেও উল্টাপাল্টা কথা বলায় সিদ্ধ হস্ত। এমতাবস্থায় একদিকে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক অন্যদিকে শিক্ষক মন্ডলী বিদ্যালয়ের মধ্যে বিশাল বচসার সৃষ্টি হয়। কোন পক্ষই হার মানতে নারাজ। প্রধান শিক্ষক উভয়পক্ষকে শান্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে বারে বারে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে ধর্মনগর পুলিশ স্টেশন এর শরণাপন্ন হয় পুলিশ স্টেশন থেকে ধর্মনগর থানার পুলিশ এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে সংখ্যালঘু মহিলারা এবং শিক্ষক রাধাকান্ত সিনহার মধ্যে একটা চাপা খুব এখনো বিরাজ করছে।

স্কুটির ধাক্কায় গুরুতর আহত ফেরিওয়ালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ : স্কুটির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছে এক ফেরিওয়ালা। ওই ঘটনায় কামান চৌমুহনী বিএসএনএল অফিসের সংলগ্ন এলাকার স্থানীয় মানুষ দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। এদিকে ঘাতক স্কুটির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, আজ কামান চৌমুহনী বিএসএনএল অফিসের সামনে এক ফেরিওয়ালাকে দ্রুত গতিতে আসা এক স্কুটি ধাক্কা দেয়। তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনি। সাথে সাথে স্থানীয় মানুষ দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মী আহত যুবকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।। আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনে যথাযথ মর্যাদার সাথে বর্ণিল আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪ উদযাপন করা হয়েছে। এ দিন সকাল ০৮:৩০ মিনিটে দূতালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল ০৮:৩৫ মিনিটে জাতির পিতা, তাঁর পরিবারের শাহাদতবরনকারী সদস্যবৃন্দ ও মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎস্বর্গকারী শহিদদের আত্মার মাগফিরাত এবং বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনা করা হয়। সকাল ০৮:৪০ মিনিটে দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। সকাল ০৯:০০ ঘটিকায় জাতির পিতার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন ও কর্মধারার উপর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সকাল ১০:০০ ঘটিকায় আগরতলাস্থিত ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনীর হোটেল সোনারতরীতে শুরু হয় ত্রিপুরায় বসবাসরত বিভিন্ন বয়সী শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোরদের মাঝে গিফট প্যাক বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে সন্ধ্যা ০৭:১৫ ঘটিকায় আগরতলাস্থ ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনীর হোটেল সোনার তরী-তে সহকারী হাই কমিশনের পক্ষ হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন জনের উপস্থিতিতে কেক কাটা ও বিভিন্ন আনন্দ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়েছে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচকে সামনে রেখে সোমবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে নির্বাচন পরিচালন কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ও আসামের সংগঠন মহামন্ত্রী জি আর রবীন্দ্র রাজু, প্রদেশ রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য , অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।